মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
মে-২০২৩ ঈসায়ী
শাওয়াল-জিলক্বদ ১৪৪৪ হিজরী
বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বাংলা

মসজিদ আল-রহমান, রোড আইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব
৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

মে	২০২৩ ঈসায়ী
শাওয়াল-জিলক্বদ	১৪৪৪ হিজরী
বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ	১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله ترپشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
- নিজে ঈমান-আমলের ওপর অবিচল থেকে অন্যকেও এর প্রতি আহ্বান করার ফযীলত.....০৩
  শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস
- নফল সিয়ামের ফযীলত.....০৭
  শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়
- সময় এখন রমাযানের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন ১০

প্রবন্ধ :
- রমাযান পরবর্তী করণীয়.....১১
  মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
- দা'ওয়াতুন নববী শর্ত ও সতর্কতা ১৫
  শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
- 'দাইউস' (বেহায়া, আত্মমর্যাদাহীন)-এর পরিচিতি, ভয়াবহ পরিণতি ও উত্তরণের উপায়.....১৯
  আব্দুস সালাম হুসাইন আলী
- সমস্ত মাখলুকের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ২৩
  মোঃ আবুল খায়ের
- কুরআন সুন্নাহর আলোকে সদর উদ্দিন চিশতী এবং জাহাঙ্গীর বেঈমান সুরেশ্বরী ফকিরনীর ২৬
  শেখ আহসান উদ্দিন
- অদৃশ্য জগতের গল্প..... ৩০
  ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ
- তারা কেন নাস্তিক.....৩৩
  সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
- সুদ ৩৭
  সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব
- আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহের সংশয় নিরসন..৪০
  শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান
- চিন্তার জট.....৪৩
  মাযহারুল ইসলাম
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৬

দারসুল কুরআন/مدروس القرآن

নিজে ঈমান-আমলের ওপর অবিচল থেকে অন্যকেও এর প্রতি আহ্বান করার ফযীলত।

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী*

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ () نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ () وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

আয়াতের অনুবাদ : নিশ্চয়ই যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রভু, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্‌তা এবং বলে: তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হও। আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবি করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ। আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত? [১]

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে তাকে একমাত্র প্রভু বলে মেনে নিয়েছে অতঃপর এর ওপর অটল থেকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে, তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা নেই।

সাঈদ বিন ইমরান বলেন : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا -এ আয়াতটি আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)- এর সামনে তিলাওয়াত করা হলে তিনি বললেন, এর দ্বারা ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঈমান আনার পর আর কখনও শির্‌ক করেনি।[২]

অতঃপর তিনি হিলাল বিন আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا- আয়াতটি সম্পর্কে লোকদের ধারণা কী? লোকেরা বললো : আল্লাহ আমাদের প্রভু বলার পর ওতে তারা দৃঢ় থাকে এবং পাপ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : তোমরা এর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারনি। এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো: যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রভু অতঃপর এই কথার ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বাতিল মা'বুদের দিকে দৃষ্টিপাত করে না।[৩]

﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

(যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব অতঃপর এর ওপর অবিচল থাকে) তাদের নিকট ফেরেশ্‌তামণ্ডলী অবতরণ করে বলবে : তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। মুজাহিদ, সুদ্দী, যায়েদ বিন আসলাম এবং তার পুত্র আব্দুর রহমান বলেন : এ কথা সব ফেরেশ্‌তারা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বলবে। অর্থাৎ, তোমার মৃত্যুর সময় তুমি পৃথিবীতে যে স্ত্রী-সন্তান, সম্পদ এবং ঋণ রেখে যাচ্ছ এর জন্য তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, এর সকল দায়িত্ব তোমার পক্ষ থেকে আমরা গ্রহণ করব। সুতরাং তারা দুঃখ-কষ্ট, অকল্যাণ ও দৈণ্যতার সমাপ্তি এবং আগত সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন কবর থেকে উঠবে তখন ফেরেশ্‌তারা তাদের নিকট এসে এই সুসংবাদ প্রদান করবে।"[৪]

আল্লাহর বাণী :

﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

ফেরেশতারা মুমিনদেরকে এ কথাও বলবে, পার্থিব জীবনে আমরা তোমাদের সাথে বন্ধু হিসাবে ছিলাম, আল্লাহর

---

* সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা

[১] সূরা ফুস্‌সিলাত আয়াত : ৩০-৩৩

[২] তাবারী- ২১/৪৬৪

[৩] তাবারী- ২১/৪৬৪

[৪] আল-মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীব তাফসীর ইবনু কাসীর- পৃ : ১২২৩

নির্দেশে তোমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখাতাম এবং তোমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতাম। অনুরূপভাবে পরকালেও তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করার জন্য কবরে, হাশরের ময়দানে, পুলসিরাতের ওপর তথা সর্বত্রই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী হিসাবে থাকব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾

জান্নাতে পৌঁছার পর তোমরা যা কিছু চাইবে তাই পাবে। এতে তোমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে। আর এটা হবে ক্ষমাশীল পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মেহমানদারী স্বরূপ। আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

এটা মুমিনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য যে, তারা কেবল নিজেদের ঈমান-আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং অন্যদেরকেও ঈমান-আমলের দিকে আহ্বান করে। এ জন্যই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমান এবং আমলের ওপর অবিচল থাকার কথা আর এখানে ঈমান-আমল এবং নেক কাজের ওপর অবিচল থাকার পাশাপাশি অন্যদেরকেও এর প্রতি আহ্বান জানানোর কথা বলা হয়েছে।

ঈমান আনার পর তার ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে :

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ.

অর্থ : সুফ্ইয়ান বিন আবদুল্লাহ আস্-সাক্বাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যে কথার ব্যাপারে আপনার পর কোনো দিন আর কাউকে জিজ্ঞাসা না করি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর তুমি এর ওপর অবিচল থেকো।[৫]

ঈমান এবং আমলের ওপর অটল থাকার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেমন আল্লাহর বাণী :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথারীতি ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না। অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের ওপর অবিচল থেকো। আল্লাহ তা'আলার চিরা-চরিত বিধান হলো, কোনো ব্যক্তি যেভাবে জীবন-যাপন করে আল্লাহ তাকে ঐভাবেই মৃত্যু ঘটান, আর যার যেভাবে মৃত্যু ঘটান তাকে সেভাবেই পুনরুত্থান করান।

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নাবীকেও বলেন :

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

অর্থাৎ, হে নবী তোমার নিকট মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত করতে থাকবে।[৬]

ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এ মর্মে বলেন :

﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

অর্থ : আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে সলাত আদায় করতে এবং যাকাত প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭]

হাসান বাসরী বলেছেন :

إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুমিনের আমলের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোনো সময় নির্ধারণ করে দেননি।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, ঈমান এবং আমলের জন্য কোনো সময়কে খাস করে দেয়া হয়নি। যদিও কোনো কোনো সময়ে আমলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু এমন

[৫] *সহীহ মুসলিম হা : ৩৮*
[৬] *সূরা আল-হিজর আয়াত : ৯৯*
[৭] *সূরা মারিয়াম আয়াত : ৩১*

কোনো সময় বা মাস নেই যে সময় এবং মাসে আমল করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই রমাযান মাস বিদায় হয়ে যাওয়ার পর আমল বন্ধ করে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

অথচ দেখা যায়, অনেক মানুষ রমাযান মাসে যেভাবে আল্লাহমুখী হয় অর্থাৎ, অন্যায় অপরাধ বর্জন করে ভালো কাজের দিকে অনুগামী হয়, কিন্তু রমাযান মাস বিদায় হওয়ার সংগে সংগে ভালো অনেক কিছু ঐ ব্যক্তিদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। যদিও রমাযান মাসে ভালো কাজের ফযীলত অনেক বেশি, তাই ভালো কাজগুলো করতে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি অনুপ্রাণীত হয়ে থাকে এবং তা করার সুযোগও একটু বেশি পেয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য সময়ে ভালো কাজ করার প্রয়োজন নেই, যেমন আরো অনেক মানুষকে দেখা যায় রমাযান চলে যাওয়ার সংগে সংগে (রোযা করতে হয় না বলে) এমন কতগুলো ফরয কাজও বন্ধ করে দেয় যেগুলো শুধুমাত্র রমাযান মাসের জন্য ফরয নয়। বরং সারাটি বৎসরের প্রতিটি দিনে তা পালন করা ফরয, যেমন- সলাত। এই সলাতও অনেকে শুধু রমাযান মাসে পড়ে থাকে।

অনুরূপভাবে রমাযান মাসে যেসব পাপের কাজ থেকে বিরত ছিল, রমাযানের পর সেগুলো আবারও যথারীতি করতে শুরু করে। যদিও খারাপ কাজের পরিণাম রমাযান মাসে অনেক বেশি, কিন্তু অন্যান্য মাসেও সেগুলো করার তো কোনই সুযোগ নেই। কারণ, মানুষের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোকে ফরয করে দেয়া হয়েছে সকল সময়ের জন্য।

এ মর্মে আবূ সা'লাবা আল-খুশানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَقْرَبُوهَا.

অর্থ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিছু কার্যাদিকে ফরয করে দিয়েছেন যা তোমরা বিনষ্ট করবে না। তিনি তোমাদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা তোমরা লঙ্ঘন করবে না এবং অনেক বিষয়কে হারাম করে দিয়েছেন, তোমরা তার নিকটবর্তীও হবে না।[৮]

[৮] *হিলইয়াতুল আওলিয়া-৯/১৭*

সুধি পাঠকবর্গ! এখানে আরো একটি বিষয় বিষেশভাবে লক্ষণীয় যে, রমাযান মাসে ফরয ইবাদতের পাশাপাশি অনেকে অনেক নফল ইবাদতও বেশি বেশি করে থাকে। কিন্তু রমাযানের পর ঐ সকল নফল ইবাদত অনেকেই একদম বন্ধ করে দেয়। অথচ এটা মোটেও ঠিক নয়, বরং রমাযান ছাড়া অন্যান্য মাসেও একজন মুসলিম ব্যক্তির ফরয ইবাদতের সঙ্গে নফল ইবাদতও যতটুকু সম্ভব করা প্রয়োজন। নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নেক আমল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করতেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আস বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : হে আবদুল্লাহ! তুমি ওমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে ব্যক্তি সারা রাত সলাত আদায় করতো, অতঃপর একদম ছেড়ে দিল।[৯]

রমাযান মাস ছাড়াও অন্যান্য মাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নফল আমল রয়েছে, যেগুলো সম্ভব অনুযায়ী করা প্রয়োজন। যেমন :

১. শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়াম : আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন :

﴿مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ﴾

"যে ব্যক্তি রমাযানে সিয়াম করল অতঃপর শাওয়ালের ৬টি সিয়াম করল, সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করল।"[১০]

২. আরাফার দিবসের সিয়াম : আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ-কে আরাফার দিবসের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

পূর্বের এক বছরের এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১১]

৩. প্রতি চান্দ্রমাসে তিনটি করে সিয়াম করা : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন :

أوصاني خليلي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر

[৯] *সহীহ বুখারী হা : ১১২১, সহীহ মুসলিম হা : ২৪৭৮*
[১০] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৬৪*
[১১] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৬২*

আমার বন্ধু রাসূল ﷺ আমাকে প্রতি মাসে ৩টি করে রোযা করতে নির্দেশ করেছেন।[১২]

৪. তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করা : আবু হুরায়রা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন :

أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ.

রমাযান মাসের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হলো মুহাররম মাসের সিয়াম এবং ফরয সলাতের পরে সর্বোত্তম সলাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) সলাত।[১৩]

৫. সাধারণ দান-খয়রাত করা : এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

অর্থ : যারা রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।[১৪]

দারসের শিক্ষা :

১। ঈমান আনার পর তার ওপর অবশ্যই অবিচল থাকতে হবে।

২। ঈমানের ওপর অবিচল থাকার নিমিত্তে সর্বদা নেক আমলসমূহ সম্পাদন করতে হবে।

৩। রমাযান মাসের পরেও অন্যান্য সকল মাসে ফরয কার্যাদির সঙ্গে যতটুকু সম্ভব নফল আমলও করতে হবে।

৪। আমল কম হলেও তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন।

৫। ঈমান ও আমলের উপরে অবিচল থাকার অর্থ হলো, আল্লাহর আনুগত্যের উপরে বিদ্যমান থাকা।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কেউ জানে না, তার মৃত্যু কখন হবে। সুতরাং একজন বিবেকবান ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকা, আল্লাহকে ভয় করা এবং সেই দিনকে ভয় করা যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾

"হে মানবসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সেদিনকে ভয় কর যেদিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোনো উপকারে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করতে না পারে।"[১৫]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই ঈমানের ওপর অবিচল থেকে সদা নেক আমল করার এবং আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করার তাওফীক দান করুন- আমীন॥ ❑❑

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রাহী? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাত"- যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা:
ফাতাওয়া বিভাগ
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।

ই-মেইল: tarjumanulhadeethbd@gmail.com

[১২] *সহীহ বুখারী হা : ১১৭৮, সহীহ মুসলিম হা : ৭২১*
[১৩] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৬৩*
[১৪] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৭৪*
[১৫] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০২*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

নফল সিয়ামের ফযীলত

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা*

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: مُرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ". ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِي: " عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ "

আবূ উমামা আল-বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করে বললাম: আপনি আমাকে এমন এক আমলের নির্দেশ দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন: তুমি সিয়াম পালন কর। কেননা এর সমকক্ষ কোনো আমল নেই। আমি তাঁর নিকট দ্বিতীয়বার আগমন করলাম। এবারও তিনি আমাকে বললেন : তুমি সিয়াম পালন কর।[১৬]

রাবী পরিচিতি : আবূ উমামা আল-বাহেলী। এটি তার উপনাম, তার নাম : সুদাই, পিতার নাম : আজলান ইবনু ওয়াহব, তার উর্ধ্বতন পুরুষ মা'ন ও সা'দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতার নাম ছিল বাহেলা বিনতু সা'ব। তারা এই বাহেলার নামেই পরিচিত। তার দিকে সম্পৃক্ত করেই তাদেরকে বাহেলী বলা হয়ে থাকে। তিনি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য্য লাভ করেন এবং তার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন ও তা বর্ণনা করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জের সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ (৩০) বছর। তিনি শামে গমন করে সেখানেই বসবাস করেন। তিনি ৯১ বছর বয়সে ৮৬ হিজরী সালে শামেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনিই ছিলেন শামে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী ।

তিনি যে সকল সাহাবীর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : উবাদাহ ইবনু সামেত, উসমান ইবনু আফফান, আলী ইবনু আবী তালেব, আম্মার ইবনু ইয়াসির, উমার ইবনুল খাত্তাব, আমর ইবনু আবাসাহ, মু'আয ইবনু জাবাল, আবুদ-দারদা এবং আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ প্রমুখ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম : আজহার ইবনু সাঈদ আল হারাজী, আসাদ ইবনু ওয়াদা'আহ, আইয়্যুব ইবনু সুলাইমান আশ-শামী, হাতেম ইবনু হুরাইছ আত-তাঈ, হাসসান ইবনু আতিয়াহ আশ-শামী প্রমুখ।

হাদীসের ব্যাখ্যা : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ তুমি সিয়াম পালন কর। এখানে সিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য نفل সিয়াম, কারণ রামাযান মাসের সিয়াম বালেগ সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য শুধু বাধ্যতামূলকই নয়, বরং তা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। তাই ওযর ব্যতীত তা পরিত্যাগ করার সুযোগ নেই। অতএব আবূ উমামার প্রশ্নের জবাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সিয়ামের কথা বলেছেন তাহলো নফল সিয়াম।

فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ তার সমকক্ষ কোনো আমল নেই। কেননা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : فإنه لى وأنا أجزى به সিয়াম আমরই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। এ হাদীস থেকে জানা যায়, বান্দার সকল আমলের প্রতিদান ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করে থাকেন কিন্তু সিয়াম এর ব্যতিক্রম। এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ প্রদান করবেন। তাই তো নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এর সমকক্ষ কোনো আমল নেই। অর্থাৎ সিয়াম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল।

أنواع صيام النوافل : নফল সিয়ামের প্রকারসমূহ :

(১) শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

যে ব্যক্তি রমাযান মাসের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম পালন করবে সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।[১৭]

---

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৬] মুসনাদ আহমাদ হা : ২২১৪৯, হাদীস সহীহ

[১৭] সহীহ মুসলিম হা : ১১৬৪

শাওয়াল মাসের প্রথম দিন যেহেতু ঈদুল ফিতরের দিন তাই ১ম শাওয়ালে সিয়াম পালন করা যাবে না। কেননা ঐদিন সিয়াম পালন করা হারাম। অতএব শাওয়াল মাসের ২য় দিন থেকে এ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত এ সিয়াম পালন করা যাবে। আর তা ধারাবাহিকভাবে রাখা যাবে। আবার বিরতি দিয়েও রাখা যাবে।

(২) জিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকে সিয়াম পালন করা : আর হাজীগণ বাদে অন্য সবার জন্য আরাফার দিনে সিয়াম পালন করা।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ: سَنَةٍ مَاضِيَةٍ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ "

আবূ কাতাদাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন : আরাফার দিনের সিয়াম দ্বারা দুই বছরের (সগীরাহ) গুনাহের কাফফারাহ তথা মাফ হয়। অতীতের এক বছরের এবং ভবিষ্যতের এক বছরের। আর আশুরার সিয়াম দ্বারা অতীতের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়। [১৮]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনো দিন নেই যে দিনসমূহের সৎ কাজ আল্লাহর নিকট জিলহাজ্জ মাসের এই দশ দিনের সৎ কাজের চেয়ে বেশি প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি (এত প্রিয়) নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদও তার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোনো লোক আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয় এবং এ দুটির কোনটিই নিয়ে যদি সে আর ফিরে না আসে তার কথা আলাদা।[১৯]

সিয়াম পালন করা যেহেতু সৎ কাজ তাই জিলহজ্জ মাসের ১ম দশকে সিয়াম পালন করা আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দশই জিলহজ্জ ঈদুল আযহার দিন হওয়ায় এই দিনে সিয়াম পালন করা যাবে না।

(৩) মুহাররম মাসে সিয়াম পালন করা : বিশেষ করে আশুরার দিনের সিয়াম। ইতঃপূর্বে আবূ কাতাদাহ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আশুরার দিনের সিয়াম দ্বারা অতীতের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়। আর ইয়াহুদীগণ যেহেতু এই দিনে সিয়াম পালন করে তাই রাসূল ﷺ আশুরার আগের তথা ৯ মুহাররম অথবা আশুরার পরের দিন অর্থাৎ ১১ মুহাররমসহ সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য না হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশুরার দিনে সিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে এ দিনে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন তখন সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইয়াহুদী ও নাসারাগণ এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন : ইনশা আল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন : আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূল ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়।[২০] এ হাদীস প্রমাণ করে যে,

[১৮] *মুসনাদ আহমাদ হা : ২২৫৮৮*

[১৯] *তিরমিযী হা : ৭৫৭, ইবনু মাজাহ হা : ১৭২৭*

[২০] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৩৪/১৯১৭*

আশুরার মাসে আরো একদিন মিলিয়ে সিয়াম পালন করতে হবে। মুহাররম-এর সাওম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»

রমাযানের সিয়ামের পর উত্তম সিয়াম হল আল্লাহর মাস মুহাররম মাসের সিয়াম। আর ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সলাত হলো রাতের সলাত।[২১]

(৪) শা'বান মাসে অধিক হারে সিয়াম পালন করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনগুলোতে সিয়াম পালন করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ "

আয়িশাহ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে সিয়াম পালন করতে থাকতেন, ফলে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সিয়াম ভঙ্গ করবেন না। আবার এমনভাবে তিনি ক্রমাগত সিয়াম ছেড়ে দিতে থাকতেন যাতে আমরা বলাবলি করতাম তিনি বুঝি আর সিয়াম পালন করবেন না। আমি তাঁকে কখনো রমাযান মাস ব্যতীত সারা মাস সিয়াম পালন করতে দেখিনি। আর শা'বান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে এত অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করতেও দেখিনি।[২২] এ হাদীস থেকে জানা যায় শা'বান মাসের বেশির ভাগ দিন সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব।

(৫) প্রতি সপ্তাহের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা : নফল সিয়ামসমূহের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ সিয়াম হলো প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - أَوْ: كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - أَوْ: لِكُلِّ مُؤْمِنٍ - إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَيَقُولُ: أَخِّرْهُمَا "

আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে অধিকহারে সিয়াম পালন করতেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর সমীপে বান্দার আমল উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিম অথবা তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুমিনকেই ক্ষমা করেন ঐ লোক ব্যতীত যারা পরস্পরে কথা বন্ধ করে রেখেছে। আল্লাহ বলেন : তাদের বিষয়টা বিলম্ব কর তারা পরস্পরে সংশোধন হওয়া পর্যন্ত।[২৩]

(৬) প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ "

আবূ যর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক মাসের আইয়্যামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন, ১৩ তারিখ, ১৪ তারিখ ও ১৫ তারিখে।[২৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, صيام الشهر هن ঐ তিন দিনের সিয়াম পালন করা এক মাস সিয়াম পালন করার সমান।[২৫]

(৭) একদিন পরপর সিয়াম পালন করা :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ،

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

[২১] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৬৩/১৯৮২*
[২২] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৫৬/১৯৫৬*
[২৩] *মুসনাদ আহমাদ হা : ৮৩৬১*
[২৪] *নাসাঈ হা : ২৪২২*
[২৫] *নাসাঈ হা : ২৪৩০*

সম্পাদকীয়

সময় এখন রমাযানের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন

الافتتاحية

আল-হামদু লিল্লাহ! রহমত, বরকত ও ক্ষমার বার্তাবাহক, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির সওগাত ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে তাকওয়ার শিক্ষায় দীক্ষা দিতে মুমিন-মুসলিমদের জন্য যে মাহে রমাযানের আগমন ঘটেছিল, মুমিন হৃদয়কে শান্তি স্নিগ্ধতার পরশ হারানোর বেদনায় কাতর ব্যথাতুর করে কারো জীবনে চিরকালের জন্য বা কারো জন্য এক বছরের তরে মাত্র ক'দিন হলো বিদায় নিয়ে চলে গেল মাহে মোবারক রমাযান। ধরাপৃষ্ঠে রমাযানের আগমন, মহান আল্লাহর দয়া, করুণা ও শান্তির বাহন। সত্যিই, এক মাস সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে মুমিন বান্দা হয়ে ওঠেন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সংযমী, সংগ্রামী সফল মুত্তাকী। মাসব্যাপী দিবাভাগে পানাহার বর্জন ও বৈধ ইন্দ্রিয় কামাচার পরিহারের মধ্যদিয়ে যে সংযম ও ধৈর্যের কঠোর অনুশীলন করানো হয় এবং সেই সাথে আত্মসংশোধন, লালসা সংবরণের যে প্রশিক্ষণের আয়োজন, তারই নাম রমাযানের সিয়াম সাধন। রমাযানে বিভিন্নমূখী ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়ার শিক্ষা দিতেই মহান আল্লাহ অবধারিত করেছেন মাসব্যাপী সিয়াম পালনের বিধান। দিবসে সিয়াম, রাতে ক্বিয়াম, নিভৃতে কুরআন পঠন-পাঠন, সাজদাবনত চিত্তে স্রষ্টার স্মরণ, জীবনে সহীহ আকীদা ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণ করে রোযাদার কামাচার-পাপাচার-অনাচার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে, মিথ্যা পরিহার, হিংসা-দ্বেষ লোভ-লালসা অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্জনের মধ্যদিয়ে যে ঈমানী চেতনা রোযাদার অর্জন করেন তা তাকে তার পরবর্তী জীবনকে সত্যের ওপর রাখে অবিচল, রাখে হকের অতন্দ্র প্রহরীরূপে, আপোষহীন সত্যাশ্রয়ী ন্যায়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বররূপে। ভবিষ্যৎ সত্যন্যায়ের পথে চলতে তাকে স্বর্ণকারের ন্যায় পুড়িয়ে খাদমুক্ত করে গড়ে তোলে খাঁটি সোনার ন্যায় নির্ভেজাল ঈমানদার। সে জন্য সিয়াম সাধনার অর্জন বহু ব্যাপক সুদূরপ্রসারী। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জনকারী (মুত্তাকী) হতে পার'। (২:১৮৩) রমাযার এসেছিল. রমাযান চলেও গেল। আমাদের এখন হিসাব মেলানোর সময়, কতটুকু আমরা অর্জন করতে পারলাম এ রমাযান থেকে। বহমান স্রোতের মতোই আমাদের জীবন। রমাযান, ঈদ, ছুটি অবকাশ শেষে আমরা আবার আমাদের দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফিরে এসেছি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে। মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের শিক্ষাকে ধরে রেখে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করা প্রয়োজন এখন প্রতিটি মানুষের। যেভাবে আমরা রমাযানে সংযমী ছিলাম, সারা বছর নিজেকে সেভাবে পরিচালিত করা। যেভাবে রমাযানে নামায বিষয়ে সচেতন ছিলাম, রমাযানের পর তা থেকে যেন বিস্মৃত না হয়ে পড়ি। সাধ্যমতো আমরা রমাযানে যেভাবে নিজ পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, জামাতে সর্বত্র আমর বিল মা'রুফ নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ) করেছি রমাযানের পরেও যেন তা অব্যাহত রাখি। রমাযানে যেভাবে অসহায় হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি তাদেরকে অর্থ দিয়ে, খাদ্য দিয়ে সহায়তা দিয়েছি, তা যেন সারা বছর সাধ্যমতো অব্যাহত রাখি। কুরআন নাযিলের মাসে আমরা যেভাবে কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম, সারা বছর যেন আমরা কুরআনের ছায়াতলে থেকে জীবনকে পরিচালিত করি। নিজ সন্তানকে ইসলামী মূল্যবোধ, সহীহ আকিদা ও আমল শিক্ষা দেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন প্রতিপালন করে চলি। রমাযানে যেভাবে আমরা আল্লাহকে ভয় করে তার আযাব থেকে বাঁচার জন্য পাপ পরিহার করে চলেছি, তা যেন রমাযানের পরও সারা বছর পরিহার করে চলি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করি। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ আমাদেরকে রমাযানের অর্জনগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করে চলার তাওফিক দিন, সাথে সাথে রমাযানে বর্জিত বিষয়গুলো থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন। আমীন। ❑❑

রমাযান পরবর্তী করণীয়

-ড. আব্দুল্লাহ আল খাত্বের
অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী*

ভূমিকা : আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সকল প্রশংসা যিনি আমাদেরকে আবারো রমাযানের সিয়াম সাধনার তাওফীক দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার পরিজন, সহাবায়ে কেরাম ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সকল মুমিনের প্রতি।

প্রিয় পাঠক! অফুরন্ত কল্যাণের বসন্তকাল রমাযানুল মুবারকের শেষ পর্যায়ে এসে হৃদয়ে একটি প্রশ্ন বারংবার উঁকি দিচ্ছে যে, রহমত, বরকত ও মাগফিরাত এবং মহিমান্বিত মাসের বিদায়ের পর আমরা কোন দিকে ধাবিত হবো? বরকতময় রমাযানের মতোই আমরা কি তৎপরবর্তী সময়ে সুশৃংখলভাবে জীবন যাপন করবো? না রমাযান পূর্ববর্তীকালে আমাদের জীবনযাত্রা যেমন বাধাহীন, উদাসীন ও বিশৃংখল ছিল, ঠিক সেদিকেই আমরা ফিরে যাব? দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা, কিয়ামুল লাইল পালন, সবর ও সহানুভূতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সংযমের শিক্ষা লাভের পর আমরা আমাদের পূর্বের আচার-আচরণ, উদাসীনতার প্রবাহে কি আবারো বিলীন হয়ে যাব?

না, কখনো নয়। প্রকৃত মুমিন তো সেই যে তার পূর্ববর্তী পাপরাশি মোচনের প্রচেষ্টার পর মহান মাবুদের নির্দেশনা ও প্রিয়নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত তরীকা মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করবে। সংযম সাধনা ও বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভের পর চিরন্তন সফলতার জন্য সিরাতুল মুস্তাকীমের জান্নাতী পথের অভিযাত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করবে। খাঁটি মুসলিম তো সেই, যে মহান প্রভুর ক্ষমা লাভের শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে সত্য ও সুন্দরের পথে নিজেকে উৎসর্গ করবে। সত্যের বিজয় ও মিথ্যার মুলোৎপাটনের জিহাদে শরীক হবে। শয়তানী কুমন্ত্রণার ছোবলে আক্রান্ত না হয়ে প্রতিনিয়ত নফসের সাথে যুদ্ধ করে প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের চক্রান্ত নস্যাৎ করবে। আল-কুরআনের চিরন্তন নূরের রশ্মিতে নিজের মনপ্রাণ ও জীবনকে আলোকিত করবে। কুরআন নাযিলের মাসে তার জীবনযাত্রা ও লাইফস্টাইল যেমন ছিল কুরআনী নির্দেশনায় আলোকিত, রমাযানের বিদায়েও তার রমাযানি চেতনা ও কর্মসূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

রমাযানে শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ থাকায় আমাদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও কর্মে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আচার-ব্যবহার, ইবাদত-বন্দেগী ও পারস্পরিক লেনদেনে আমরা যেমন সততা ও জবাবদিহিতার নীতিমালাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলাম, রমাযান পরবর্তী সময়ে আমাদের সেই সততাকে জীবনের চিরন্তন রীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। রমাযানে যেমন আমরা আল্লাহমুখী হয়েছিলাম, রমাযানের বিদায়ে তাকে ভুলে যাব না, এ প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বরং সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ভয় হৃদয় মাঝে জাগরুক থাকবে, এই হলো প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন। রমাযানের বিদায়ে ইবাদতের মাত্রা কমতে পারে, তবে মুমিন একেবারে গাফেল হবে না। আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের তরীকাকে ভুলে যাবে না।

অতএব, আসুন রমাযানের প্রশিক্ষণের প্রতিটি বিষয়কে আমরা আমাদের জীবনের স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করি।

রমাযানের প্রশিক্ষণ : রমাযান মাসে নির্ধারিত রুটিনমাফিক হররোজ সুন্দরভাবে আমরা যেমন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত, সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মসূচি পালন করেছি, তেমনিভাবে রমাযানের এ প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি বা রুটিন রমাযান পরবর্তী সময়েও আমাদেরকে পালন করতে হবে। আমরা যদি অনুরুপভাবে ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে সকল প্রয়োজনীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে ঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে পারি, তবেই আমাদের রমাযানের

* *শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও অনুবাদক, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।*

আমলগুলো সার্থক হবে এবং পরবর্তী জীবন আরো সুন্দর হবে। সফলতার জন্য প্রার্থনা, রমাযানের মহিমান্বিত মাসে আমরা যেসব ইবাদত-বন্দেগী বা সৎ আমল সম্পন্ন করেছি, সেগুলোর কবুলিয়াতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা অব্যাহত রাখতে হবে। যাদের আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয়েছে, তারাই তো ধন্য ও সফল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এটি শিক্ষা দিয়েছেন।

ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের কর্মসূচি বাস্তবায়ন :

সম্মানিত পাঠক! রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে যে মহান অতিথি আমাদের মাঝে আগমন করেছিল, তার বিদায়ের প্রাক্কালে মুমিনের হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে। পাপী-তাপী মুসলিমদের জীবনে খুশির জোয়ার নিয়ে মাহে মুবারকের চাঁদ উদীত হয়েছিল আজ তা ম্লান হয়ে গেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে কত রমাযান আগমন করেছে ও বিগত হয়েছে, কিন্তু এ অপূর্ব সুযোগ লাভে সেই ধন্য হয়েছে যে এর সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে। পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি প্রচেষ্টা ও সাধনায় রত ছিল মুমিনের আত্মা ও দেহ। পাপ, পঙ্কিলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি হতে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার ছিল মোক্ষম সময়। এটি ছিল নির্ধারিত গুটিকয়েক দিন ও রজনীর সমষ্টি। মহামহিম রহমানুর রহীম তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে সামষ্টিকভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইবাদত পালনের বিধান দিয়েছেন, প্রকৃত অর্থে এটি ছিল ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের এক অনন্য কর্মসূচি। আসুন, রমাযানে প্রদত্ত শিক্ষাগুলো প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হই।

সলাতের প্রতি যত্নবান হওয়া : মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে যেমন রমাযানের সিয়ামের বিধান দিয়েছেন, কিয়ামুল লাইল, ই'তিকাফ ও সদাকাতুল ফিতরের বিধান দিয়েছেন, তেমনি রমাযানের বাইরে প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত সলাতের বিধান দিয়েছেন। আর এ সলাত সম্পর্কেই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার কাছে হিসাব নেয়া হবে। প্রকৃত মুমিন হতে হলে আল্লাহ তা'আলার ফরয বিধান প্রতিনিয়ত পালন করতে হবে। সুখে-দুখে, সুস্থতা-অসুস্থতা, মুকীম ও সফরে এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও সলাত কায়েম করতে হবে। প্রতিদিন ৫ বার সলাত আদায় আমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। রমাযানের এক মাস আল্লাহর একটি মাত্র হুকুম সিয়াম পালন করে আমরা নাজাতের প্রত্যাশা করি। আদৌ কী তা সম্ভব? মৌসুমি হুকুম পালন করে কখনো প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন :

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

"তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সলাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে।"[২৬]

তেমনিভাবে প্রিয় রসূল ﷺ নফল কিয়াম পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন, তা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। প্রিয় রসূলকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামুল লাইল পালনের যে বিধান দিয়েছেন, তা মুমিনদের জন্যও প্রযোজ্য। অতএব, আমাদেরকে তা পালনে সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ :

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

'আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা আপনার জন্য নফল। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে অধিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।"[২৭]

প্রকৃত ও খাঁটি মুমিন তো তারাই, যারা সর্বদা আল্লাহর হুকুম প্রতিপালন করবে। সলাত এমন একটি ইবাদত, যা সকল অবস্থায় সকল মুমিন ও মুসলিমের জন্য পালন করা ফরয। হাদীস শরীফে সলাত প্রতিষ্ঠাকে ইকামাতে দ্বীনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সলাত মুমিনের পরিচিতির সর্বোৎকৃষ্ট বাহ্যিক মাপকাঠি। সলাত পরিত্যাগকে সুস্পষ্ট কুফর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[২৬] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৩৮*
[২৭] *সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত : ৭৯*

রমাযান পরবর্তী সিয়াম পালন : রমাযানের সিয়াম পালনের বিধান ছিল মাত্র এক মাসের জন্য আবশ্যিক। আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রিয় নবীজি আরো কিছু সিয়ামের নির্দেশনা দিয়েছেন। যা রমাযানের সিয়ামের পরিপূরক হিসেবে গণ্য হবে। সেটি হচ্ছে রমাযানুল মুবারকের পরপরই শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়াম পালন করা।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি রমাযানের সিয়াম পালন করলো, অতঃপর শাওয়ালের ৬টি সাওম রাখলো, সে যেন সারা বছর সাওম পালন করলো।[২৮]

শাওয়ালের ৬টি সিয়াম ছাড়াও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ")رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.

(মানুষের) আমলসমূহ প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। অতএব, আমি পছন্দ করি আমার আমল সিয়াম পালন অবস্থায় পেশ হোক।[২৯] আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আমল কবুলের প্রার্থনা : আমরা পবিত্র মাহে রমাযানে যে আমলগুলো সম্পাদন করলাম, তা আদৌ আল্লাহর নিকট কবুল হলো কিনা, তা কি কখনো চিন্তা করি? মূলত আমল করার সাথে সাথে তার কবুলিয়াতের ব্যাপারে আরো বেশি যত্নবান ও সচেতন হওয়া উচিত। সালফে সালেহীনগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: [كُونُوا لِقَبولِ الْعَمَلِ أشدَّ اهْتِمَامًا مِنَ الْعَمَلِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ :- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

'তোমরা আমলের চাইতে আমলের কবুলিয়াতের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান কর। তোমরা কি আল্লাহর বাণী শোননি? 'আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কবুল করেন'।[৩০]

সালফে সালেহীনের আমল এরূপই ছিল। তাঁরা রমাযানের আগমনে ৬ মাস পূর্বে আল্লাহর নিকট রমাযান পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতেন এবং রমাযান অতিবাহিত হওয়ার ৬ মাস পর্যন্ত রমাযানের কৃত আমলগুলো কবুল মঞ্জুর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতেন।

দ্বীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা : ইসলাম মৌসুমি কোনো দ্বীন নয়। ইসলামের বিধিবিধান শুধুমাত্র কোনো বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আরোপ করা হয়নি। বরং জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগসহ সার্বজনীনভাবে বিধানগুলো প্রদান করা হয়েছে। সেহেতু সাময়িকভাবে ইসলামের কোনো সার্বজনীন বিধান মানলেই সে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গণ্য হবে না। যারা ঈমান আনার পর তাতে অটল-অবিচল থাকে তাদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ﴾

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের কাছে নাযিল হয় ফেরেশতা, (তারা বলে যে,) তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।"[৩১]

---

[২৮] *সহীহ মুসলিম*
[২৯] *মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজী*
[৩০] *সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত : ২৭*
[৩১] *সূরা ফুসসিলাত/হামীম আস সাজদাহ আয়াত : ৩০*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।[৩২]

মা আয়িশা রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ" متفقٌ عليهِ.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা সামান্য হয়।[৩৩]

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

'আর আপনার মৃত্যু আসা অবধি আপনি আপনার রবের ইবাদত করুন'।[৩৪]

তাক্বওয়া অর্জন ও আত্মশুদ্ধিতে প্রবৃত্ত থাকা : রমাযানের মূল উদ্দেশ্য হলো মুমিনের আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তার জীবনকে তাকওয়ার ফ্রেমে আবদ্ধ করা। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে তাকওয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত করা। এটি অর্জিত হলেই রমাযানের সকল কর্মসূচি, ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্য ও সংযম, সবর ও সহানুভূতিসহ কৃচ্ছ্রতার সকল প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ সফল ও স্বার্থক হবে। আল্লাহ বলেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۝ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ﴾

'সেই সফল হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। তার রবের নাম স্মরণ করে ও সলাত কায়েম করে। কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।[৩৫]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে রমাযানের মূল উদ্দেশ্য তাক্বওয়া অর্জনপূর্বক এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের তাওফীক দিন। আমীন। ❑❑

কবিতা

শিরকের পুরস্কার জাহান্নামের তিরস্কার

মো. সাইফুল ইসলাম[*]

জান্নাত সেতো মুমিনের জন্য এক মহা নিয়ামত
যাহা চাইবে তাহাই পাইবে।
দুনিয়ার মত পাতিতে হবে না হাত।
মুমিনের জন্য খুশির কথা
আল্লাহকে দেখবে সেথা
যদি পাও জান্নাত।
জান্নাতের বিপরীতে জাহান্নাম টাও তাকিয়ে আছে
লুফে নিবে তোমায় সেথা
তোমার জীবন যাইবে বৃথা
যদি কর শিরকের মত পাপ।
সেখানেত মরিবে না
বাঁচিতেও তো পারিবে না
পাইবে শুধু আগুনের তাপ।
জাহান্নামের অতল তলে
মরবে তুমি তিলে তিলে
পাবে নাকো তুমি মাফ।
কারণ তোমার ছিল শিরিকের মত বড় অপরাধ।

---

[৩২] *সূরা আহকাফ আয়াত : ৩০*
[৩৩] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*
[৩৪] *সূরা আল-হিজর আয়াত : ৯৯*

[৩৫] *সূরা আ'লা আয়াত : ১৪-১৭*
[*] *অধ্যয়নরত, দারুস সুন্নাহ সালাফিয়াহ মাদরাসা, কটারবাবাড়ী, জামালপুর।*

দা'ওয়াতুন নববী শর্ত ও সতর্কতা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(৩য় পর্ব)

তৃতীয় প্রকার : **توحيد الأسماء والصفات** আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্ববাদ :

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্বাবাদ হলো : আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে নিজের জন্য যে নাম ও গুণাবলী গ্রহণ করেছেন এবং নাবী ﷺ-এর যবানে আল্লাহর যে নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেসব নাম ও গুণাবলীর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, অস্বীকার কিংবা তুলনা করা ব্যতীত প্রকৃত অর্থের ভিত্তিতে সংশয়মুক্ত বিশ্বাস স্থাপন করা।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী কুরআন ও সুন্নাহতে যা বর্ণিত হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এখানে বিন্দুমাত্রও যোজন কিংবা বিয়োজন করার সুযোগ নেই। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রূপক অর্থও গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এখানে আমরা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর কতিপয় বর্ণনা দলীলসহ উপস্থাপন করছি।

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী : لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।[৩৬]

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা নিজের গুণ নিজেই বর্ণনা করেছেন; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না এবং কোনো ধরণের তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না। এ মর্মে নাবী ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কখনও ঘুমান না এবং ঘুমানো তার জন্য সমীচীনও নয়।[৩৭]

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, না ঘুমানো এবং তন্দ্রা না যাওয়া এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি সিফাত বা গুণ।

উক্ত গুণের কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও ব্যাখ্যা এবং কোনো পদ্ধতি; অর্থাৎ তাঁর না ঘুমানোটা কেমন? এমন কোনো বর্ণনা কিংবা বিশ্লেষণ ব্যতীত আল্লাহর এ গুণের ওপর সকল মুসলিমের বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। কাজেই এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ যতটুকু বর্ণনা করেছেন ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই তিনি চিরঞ্জীব ও চিরপ্রতিষ্ঠিত।[৩৮]

আলোচ্য আল্লাহ তা'আলা তার নিজের জন্য দুটি নাম গ্রহণ করেছেন। তাহলো : আল হাইয় ও আল ক্বাইয়্যূমু। সুতরাং এ দুটি যে আল্লাহর নাম এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। আর আল্লাহর এ নামদ্বয়সহ কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখিত তাঁর সমস্ত নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব।

৩. আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

কোনো কিছুই তার মতো নয়, তিনি সবকিছু শোনেন ও সব দেখেন।[৩৯]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রমাণিত হয়। সুতরাং এর প্রতি বিশ্বাস করা আমাদের ওপর আবশ্যক।

কাজেই যে আল্লাহর এসব গুণাবলীকে মাখলুকের গুণাবলীর সাথে তুলনা করবে সে আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর গুণাবলীর ওপর মিথ্যা

---

* *মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।*

[৩৬] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৫৫*

[৩৭] *সহীহ মুসলিম হা : ১৭৯*

[৩৮] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৫৫*

[৩৯] *সূরা আশ-শু'আরা আয়াত : ১১*

অপবাদ আরোপ করবে। এবং كيس كملته شيئ সে তার মতো কিছু নেই। আয়াতে কারীমা অস্বীকার করলো।

৪. আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

ইয়াহুদীরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলার হাত রূদ্ধ, তাদের হাতকেই রূদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি সেভাবেই দান করেন।[৪০]

এখানে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের ব্যাপারেই বলেন যে, 'তার দুই হাতই প্রসারিত'।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নিজের গুণাবলীর মধ্যে দুটি সম্প্রসারিত হাতকে উল্লেখ করেছেন, কাজেই প্রসারিত দুটি হাত থাকা এটা আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট দুটি গুণ।

অতএব, আমাদের ওপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য প্রসারিত যে দুটি হাত গ্রহণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। আর আমাদের অন্তরে উক্ত দুটি হাতের আকৃতি বর্ণনা করা কিংবা মাখলুকের হাতের সংগে আল্লাহর হাতের তুলনা করা কোনোটাই বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা তার নিজ অবস্থান থেকে যেমন দুটি হাত মানানসই ঠিক তেমনি দুটি হাত আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৫. আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন।[৪১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের আরশে সমুন্নত বা আরশে ওঠার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি বিশেষভাবে আরশে উঠেছেন, যা কোনো ক্রমেই কোনো মাখলুকের সংগে সাদৃশ্য কিংবা তুলনাযোগ্য নয়। আবার আল্লাহ তা'আলার আরশে উঠা কোনোভাবেই মাজাযি বা রূপক নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই তিনি আরশে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর আরশে ওঠা মানুষের খাট, গাড়ী, নৌকা কিংবা কোনো বাহনে ওঠার সাথে তুলনাযোগ্য নয়। যেটা আল্লাহ নিজেই তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ () لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ () وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾

আর যিনি সকল প্রকারের যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত পশু যাতে তোমরা আরোহণ কর।

যাতে তোমরা এর পিঠে সোজা হয়ে বসতে পারো। তারপর তোমাদের রবের দেওয়া নেয়ামত স্মরণ করবে যখন তোমার এর পিঠে স্থির হয়ে বসবে এবং বলবে; পবিত্র মহান আল্লাহ তিনি, যিনি এগুলো আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী।[৪২]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাখলুকের কোনো কিছুতে ওঠা অবশ্যই আল্লাহর আরশে ওঠার সাথে সাদৃশ্যও নয় এবং কোনোভাবেই তুলনাযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার মতো কোনো কিছুই নেই। আর এ বিষয়টা বিভিন্ন ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

একবার এক প্রশ্নকারী ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-কে আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললো :

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

[৪০] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ৬৪*
[৪১] *সূরা ত্বহা আয়াত : ০৫*
[৪২] *সূরা আয-যুখরুফ আয়াত : ১২-১৪*

দয়াময় আল্লাহ তা'আলা আরশে সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আরশে কিভাবে সমুন্নত হয়েছেন বা কিভাবে আরশে উঠেছেন?

উত্তরে ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন :

"الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"

আল্লাহ তা'আলার আরশে ওঠা জানা বা বোধগম্য, কিভাবে তিনি আরশে উঠেছেন এটা বোধগম্য নয়, আল্লাহ তা'আলা আরশে উঠেছেন এটার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব, আর এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদ'আত।[৪৩]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আরশে উঠেছেন, এটা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিজ বাণী থেকে প্রমাণিত, তবে তিনি কিভাবে আরশে উঠেছেন এটা আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে প্রমাণিত নয় বিধায় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও গবেষণা করা সুন্নাহ পরিপন্থি কাজ। আর আল্লাহ আরশে ওঠার প্রতি বিশ্বাস করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

তৃতীয় শর্ত : নাবী ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ : দীনের দাওয়াতের তৃতীয় শর্ত হলো নাবী ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ। নাবী ﷺ-এর আনুগত্য ব্যতীত দাওয়াত ও তাবলীগ কোনোক্রমেই সঠিক পথে পরিচালিত হবে না।

আর নাবী ﷺ-এর আনুগত্যের মাঝেই আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

হে রাসূল আপনি বলুন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দুয়ালু।[৪৪] আলোচ্য আয়াতেকারীমাহ হতে প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ-এর আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে অবশ্যই রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করতে হবে।

হাফেজ ইবনু কাছির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية، بأنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله

আলোচ্য আয়াতটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার দাবি করে অথচ সে মুহাম্মাদী তরিকার ওপর নেই, সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সকল কথা, কর্ম ও সকল অবস্থায় নাবী মুহাম্মদ ﷺ শরীয়তের অনুসরণ না করবে।[৪৫]

সুতরাং নাবী ﷺ-এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করাটা একেবারেই মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

যেমন নাবী ﷺ বলেন :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন আমল করলো যা আমার কর্মপন্থায় নেই, তা পরিত্যাজ্য।[৪৬]

হাসান আল বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-একাধিক সালাফসহ বলেন :

زعم قوم أنهم يحبون الله فأبتلاهم بهذه الآية الكريمة.

একটি কওমের লোক দাবি করতো যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ আয়াতে কারীমাহ দ্বারা পরীক্ষা করলেন।[৪৭]

---

[৪৩] *মাজমুউল ফাতাওয়া লিইবনি তাইমিয়্যাহ -৫/৩৬৫ পৃ.*

[৪৪] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৩১*

[৪৫] *সাফওয়াতু তাফসীর- ১/২৭৯ পৃ., মুখতাছার ইবনে কাসীর-১/২২৭*

[৪৬] *সহীহ মুসলিম হা : ১৭১৮*

[৪৭] *তাফসীর ইবনে কাসীর-২/২৭ পৃ.*

কাজেই মুখে মুখে আল্লাহর ভালোবাসার প্রকাশের কোনো মূল্য নেই। বরং আল্লাহর ভালোবাসাটা আল্লাহ তা'আলা নিজেই নাবী ﷺ-এর আনুগত্যের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে, রাসূল ﷺ-এর মাঝে রয়েছে তাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[৪৮]

অন্যদিকে নাবী ﷺ ও ঘোষণা দিয়েছেন যে, নাবী ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণের মধ্যে দীন ও মিল্লাতের ভালোবাসা নিহিত রয়েছে।

অর্থাৎ, যে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে না তার কোনো দীন নেই, তার কোনো আদর্শও নেই। নাবী ﷺ বলেছেন:

من أحب فطرتي فليستن بسنتي.

যে আমার ফিতরাত বা ধর্মকে ভালোবাসে সে যেনো আমার সুন্নাতের অনুসরণ করে।[৪৯]

সুতরাং নাবী ﷺ আনীত দীনকে ভালোবাসলে ও উক্ত দীনের দাওয়াহ মানুষকে দিতে হলে অবশ্যই তাকে সুন্নাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। কারণ দীনের দাওয়াতের জন্য নাবী ﷺ-এর অনুসরণ করা দাওয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, যা পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত। (চলবে ইন শা আল্লাহ)

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরিক্ষা করব,
কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি
এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে।
তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।
(সূরা আল বাকারা আয়াত : ১৫৫)

[৪৮] *সূরা আল-আহযাব আয়াত : ২১*
[৪৯] *শুআ'বুল ইমান-৭/৩৩৬ পৃ., মাজমুউয যাওয়ায়িদ-৪/৪৬২ পৃ.*

নফল সিয়ামের ফযীলত

(৯ পৃষ্ঠার পর থেকে)

كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ»

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হলো দাউদ عليه السلام-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় সলাত হলো দাউদ عليه السلام-এর সলাত। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন এবং রাতের একতৃতীয়াংশ সলাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন অতঃপর বাকী ৬ষ্ঠাংশ ঘুমাতেন।[৫০]

হাদীসের শিক্ষা : আল্লাহর নৈকট্যলাভ তথা জান্নাত লাভের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত হল নফল সিয়াম পালন করা। আর তা নিম্নরূপ :

(১) শাওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম পালন করা।

(২) জিলহাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন সিয়াম পালন করা।

(৩) হাজী ব্যতীত অন্যদের জন্য আরাফার দিনে সিয়াম পালন করা।

(৪) মুহাররম মাসে অধিকহারে সিয়াম পালন করা।

(৫) আশুরার দিনসহ তার আগে বা পরে একদিন সিয়াম পালন করা।

(৬) শা'বান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করা।

(৭) প্রতি মাসে তিন দিন তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করা।

(৮) প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা।

(৯) একদিন পরপর সিয়াম পালন করা।

আল্লাহ আমাদের হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন। ❑❑

[৫০] *সহীহ বুখারী হা : ৩৪২০*

‘দাইউস’ (বেহায়া, আত্মমর্যাদাহীন) - এর পরিচিতি, ভয়াবহ পরিণতি ও উত্তরণের উপায়

আব্দুস সালাম হুসাইন আলী ★

হামদ-সানা ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহূ তা‘আলার জন্য যিনি যিনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অশ্লীল, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা ও শাস্তিযোগ্য পাপাচারমূলক কার্যক্রম চিরতরে হারাম করেছেন। দরূদ, সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক নিষ্কলুষ, অনুপম ও মহান চরিত্রের অধিকারী রাসূল ﷺ-এর প্রতি যিনি দাইউসদের জন্য জাহান্নামের অশনি সংকেত দিয়েছেন। সর্বোপরি সকল আপামর জনসাধারণের প্রতিও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

اَلدَّيُّوْثُ দাইউস -এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি :

ক. اَلدَّيُّوْثُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো : অসতী, বেহায়া, বেশরম, নির্লজ্জ, বিবেকহীন, আত্মমর্যাদাহীন ইত্যাদি।

খ. اَلدَّيُّوْثُ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলা : যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যিনা-ব্যাভিচার ও অশ্লীল কাজ-কর্ম সে ভাল মনে করে গ্রহণ করে অথবা প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে।

গ. হাদীসে ‘দাইউস’-এর পরিচয় :

রাসূল ﷺ বলেছেন :

اَلدَّيُّوْثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।[৫১] অন্য বর্ণনায় এসেছে :

اَلدَّيُّوْثُ الَّذِي يُقِرُّ السُّوْءَ فِيْ أَهْلِهِ.

এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতা ও খারাপ কর্মসমূহ মেনে নেয়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে :

اَلدَّيُّوْثُ هُوَ الَّذِيْ لَا يُبَالِيْ مَنْ دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهِ.

বেহায়া হলো সেই ব্যক্তি যে তার পরিবারের নিকট কে প্রবেশ করল এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করে না।[৫২]

ঘ. মনীষীদের দৃষ্টিতে দাইউস :

জনৈক স্কলার বলেছেন :

اَلدَّيُّوْثُ هُوَ الَّذِيْ لَا يُغَارُ عَلٰى مَحَارِمِهِ مِنَ النِّسَاءِ.

দাইউস ; বেহায়া হলো সে ব্যক্তি যে তার পরিবারের অশ্লীলতার ব্যাপারে উদাসীন, বিবেকহীন, দায়িত্ববোধহীন, আত্মসম্মানহীন ও আত্মমর্যাদাহীন।

ঙ. اَلدَّيُّوْثُ এর পরিচয় : যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে যিনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অশ্লীল, গর্হিত-ঘৃণিত, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা, শাস্তিযোগ্য পাপাচারমূলক আচার-আচরণসহ ইসলামী শরীয়াহ ও সমাজবিরোধী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখেন না, বাধা দেন না উপরক্ত সন্তোষ প্রকাশ করে এবং বোবা শয়তানের ন্যায় বধির ও অন্ধের মতো চোখবুঁজে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করে আর তাদের অবাধ বিচরণে ও তাদের হীন চরিতার্থ করণার্থে সার্বিকভাবে সহযোগিতার হস্তদ্বয় প্রসারিত করেন তিনিই হলেন দাইউস।

আল-কুরআনে দাইউস (বেহায়া, আত্মমর্যাদাহীন)-এর ভয়াবহ পরিণতির সম্পর্কে আলোকপাত :

জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ও আগুন থেকে আত্মরক্ষা ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার আদেশ :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ﴾

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে

★ *শিক্ষক, ইনসাইট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উত্তরা, ঢাকা।*

[৫১] *আহমাদ হা : ৫৩৭২, ৬১১৩*

[৫২] *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা : ১০৮০০*

নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের মালাইকা (ফেরেশতা), যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা'ই করে।[৫৩]

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

এ আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, নিজেদেরকে সংস্কার ও সংশোধন করার সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকেও সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও তরবিয়ত দেওয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। যাতে তারা জাহান্নামের জ্বালানী হওয়া থেকে বেঁচে যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন : 'প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা, তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে'।[৫৪]

যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَٰحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[৫৫]

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

فَاحِشَةٌ (ফাহিশা) হলো : নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা। তবে কুরআনে ব্যভিচারকেও فَاحِشَة (অশ্লীলতা) বলে গণ্য করা হয়েছে।[৫৬] আর এখানে ব্যভিচারের একটি মিথ্যা খবর প্রচার করাকেও আল্লাহ অশ্লীলতা বলে অভিহিত করেছেন এবং একে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন।

মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার করা হারাম। কারণ প্রচারকারীদের মূল উদ্দেশ্য হল মু'মিনদেরকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার করা। যারা এমন জঘন্য কথা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি (হদ) এবং পরলৌকিক শাস্তি জাহান্নামে দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে : সাওবান رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দাদেরকে কষ্ট দিও না এবং তাদের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করো না। যে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করবে আল্লাহও তার গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করবেন এবং তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করবেন যে, তাকে তার বাড়ির লোকেরাও খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে।[৫৭]

রাসূল ﷺ-এর হাদীসে দাইউস (বেহায়া, আত্মমর্যাদাহীন)-এর ভয়াবহ পরিণতির সম্পর্কে আলোকপাত :

মু'মিনকে সর্বদা আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে হবে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : মুমিন আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।[৫৮]

ইসলামী শরী'আই প্রকাশ্য ও গোপনীয় (যাবতীয়) অশ্লীলতাকে হারাম করা হয়েছে :

عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ،

---

[৫৩] *সূরা তাহরীম আয়াত : ০৬*
[৫৪] *সহীহ বুখারী : ৮৯৩, ৫১৮৮, আরও দেখুন : সুখান্বেষণ*
[৫৫] *সূরা নূর আয়াত : ১৯*
[৫৬] *সূরা ইস্রাঈল আয়াত : ৩২*
[৫৭] *মুসনাদ আহমাদ ৫/২৭৯*
[৫৮] *সহীহ মুসলিম ৬৭৪৩ (ই. ফা), ৬৮৯২ (হা. এ), ২৭৬১ (শামিলা ও সুন্নাহ.কম), ৬৭৯৯ (ই. সে)*

وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ

মুগীরাহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ﵁ বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনো পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সরাসরি তরবারি দিয়ে হত্যা করব। এ কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : তোমরা কি সাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছ? আল্লাহর শপথ! আমি তার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ্ আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হবার কারণে প্রকাশ্য ও গোপনীয় (যাবতীয়) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহর চেয়ে অধিক পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আত্মপ্রশংসা আল্লাহর চেয়ে অধিক কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন।[৫৯]

পরিবারের সদস্যদের মান-সম্মান ও সম্ভ্রব রক্ষা করা আবশ্যকীয়কর্ম, আর এহেন কর্মে কেউ নিহত হলে সে শাহাদাতের মর্যাদা ও অমিয় সূধা পানে ধন্য হবেন মর্মে রাসূল ﷺ-এর হাদীস :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

সাঈদ ইবনু যাইদ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার পরিবারের মানসম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার দ্বীন-ধর্ম রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার আত্মরক্ষর্থে নিহত হয় সে শহীদ।[৬০]

জান্নাতের অধিবাসী হতে পারবে না যারা :

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لَا يَدْخُلُكِ بَخِيْلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيُّوْثٌ

নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেছেন তখন, জান্নাতকে বলেছেন : আমার সম্মান-গৌরব ও পরাক্রমশীলতার শপথ, কৃপণ (সম্পদে আল্লাহ তা'আলার অধিকার বিনষ্টকারী), মিথ্যাবাদী (কুরআন-সুন্নাহকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী) এবং দাইউস (বেহায়া, নির্লজ্জ, আত্মমর্যাদাহীন, অসতী) ব্যক্তিগণ তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে না।[৬১]

তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন :

আরও দেখুন : আদম ও হাওয়া ﵇ -এর তাওবাহ-ইস্তিগফার : আমাদের শিক্ষা

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।[৬২]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ العاقُّ لِوَالِدَيْهِ والمُدْمِنُ الخَمْرَ والمَنَّانُ بِما أَعْطَى

[৫৯] *সহীহ বুখারি ৭৪১৬ (তা. পা, শামিলা ও সুন্নাহ.কম), সহীহ মুসলিম ১৪৯৯, আহমাদ ১৮১৯২১, ৬৯১১ (ই. ফা), ৬৮৯৯ (আ. প্র)*

[৬০] *আবূ দাউদ হা : ৪৭৭২, তিরমিযী হা :১৪১৮, ১৪২১, নাসায়ী-৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯৪, ইবনু মাজাহ হা : ২৫৮০, আহমাদ হা : ১৬৩১ ও ১৬৩৬, বুলুগুল মারাম হা : ১২৫৬ (তা. পাব)*

[৬১] *সনদ সহিহ। নাসাঈ, যাকাত অনুচ্ছেদ ২৫৬২, আহমাদ ২/১৩৪, মাজমু' আতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যা ১/২১ এবং ৩২/১২, ইয়াহইয়া উলুমুদ্দীন, ইরাক্বী ০৭, বায়হাক্বী, আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত ৬৯২, শায়খ আহমাদ শাকির ৬১৮০*

[৬২] *আহমাদ হা : ৫৩৭২ এবং ৬১১৩*

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না ; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।"[৬৩]

তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না এবং তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ، وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

সালিম-এর পিতা আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।); পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দাইউস (নিজ স্ত্রীর পাপাচারে যে ঘৃণাবোধ করে না।)। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মাদকাসক্ত ব্যক্তি (যে মদ্যপ তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে) এবং দানকৃত বস্তুর খোঁটাদানকারী ব্যক্তি (দান করার পর যে দানের উল্লেখ করে গঞ্জনা দেয়)।[৬৪]

আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় :

ক. জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার্থে নিজেদেরকে সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে।

খ. পরিবার-পরিজনের লোকদেরকেও জাহান্নাম থেকে রক্ষার্থে সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে।

গ. মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার করা হারাম।

ঘ. দাইউস ; আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ঙ. তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না।

চ. তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর প্রায় অনেক নারী-পুরুষই দাইউস (বেহায়া, আত্মমর্যাদাহীন)-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে দাইউস (বেহায়া, আত্মমর্যাদাহীন)-এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার্থে সংস্কার ও সংশোধনমূলক 'আমল করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমীন। ❑❑

কেউ খাওয়ালে তার জন্য দু'আ

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক সাহাবীর বাড়ীতে কিছু পান করার পরে বলেছিলেন :

«اللهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي»

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়া আস্ক্বি মান আস্ক্বা-নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।[৬৫]

আত্মীয় ও বন্ধুদের বিদায় জানাবার দু'আ

«أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»

উচ্চারণ : আস্তাও দি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা 'আমালিকা।

অর্থ : আমি তোমার দীন এবং তোমার পরিবার-পরিজন ও মাল-দৌলত আর তোমার শেষ 'আমল সমস্তই আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি।[৬৬]

---

[৬৩] *আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈর কুবরা ২৩৪৩, হাকেম ২৫৬২*

[৬৪] *সুনান নাসাঈ ২৫৬১, ২৫৬২, ২৫৬৩ এবং ২৫৬৪ (ই. ফা)*

[65] *সহীহ মুসলিম হা : ২০৫৫*

[66] *তিরমিযী হা: ৩৪৪৩, আবূ দাউদ হা : ২৬০০*

সমস্ত মাখলুকের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে

মোঃ আবুল খায়ের★

এই পৃথিবীতে জলে এবং স্থলে বিচরণশীল দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান, বৃহত এক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর যত প্রকার জীব-যন্তু আছে তা সবই সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সাথে সাথে তিনি সকল মাখলুকের রিযিকের মতো বড় এবং বিশাল দায়িত্বও নিজ হাতেই নিয়েছেন। এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি বিশ্বয়কর অবদান এবং তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতি একটি অপরিসীম নিয়ামত। আর এ নিয়ামত কম বেশী তাঁর সকল সৃষ্টি জীবকে, চাই মানুষ হোক বা জিন হোক, পশু হোক বা পক্ষী হোক, ছোট হোক বা বড় হোক, জলচর হোক আর স্থলচর হোক প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন মতো দিয়েই যাচ্ছেন। আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে যাদের প্রত্যেকের খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ করেই যাচ্ছেন, এমনকি একটি পিপিলিকার খাদ্যও। তা ছাড়া সমুদ্রে বসবাসকারী এমন অনেক বড় বড় প্রাণী আছে যাদের দৈনিক হাজার হাজার টন খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাদের রিযিকের ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা করছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে, পৃথিবীতে বিচরণকারী তাঁর সকল সৃষ্টি জীবকে রিযিকের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন, তা পবিত্র কুরআনের সূরা হূদ এর ৬ নং আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যেমন:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

অর্থ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহে মাহফুজ) সবকিছুই আছে। এ আয়াতের অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল জীবের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্পর্কেও জানেন। এখানে স্থায়ী অবস্থান বলতে মায়ের গর্ভশয় এবং অস্থায়ী অবস্থান বলতে পিতার পিঠ কে বুঝায়। মোট কথা স্থায়ী অবস্থান বলতে এমন স্থানকে বুঝায় যেখানে প্রতিটি প্রাণী অবস্থান করে ঘুরে ফিরে আসে। যেমন মানুষের বাড়ী, পাখীদের বাসা, সাপের গর্ত, ইত্যাদি। আর অস্থায়ী অবস্থান হল যে স্থানে যাতায়াত করে ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিগ অবস্থান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি প্রাণীর স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থান ক্ষেত্র সম্পর্কে জানেন। কোথায় ফিরে আসে সব আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং তা লাওহে মাফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অন্যদিকে আবার সকল জীবের খাদ্য মজুদ রাখা বা জমা রাখা সম্পর্কে সূরা আল-আনকাবূত এর ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন :

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

অর্থাৎ এমন কত জীবযন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ রাখে না। আল্লাহই রিযিক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বাজ্ঞ। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন : পৃথিবীর স্থলে ও জলে এমন কতক জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য বহন করে নিয়ে চলে না এবং মজুদও করে রাখে না। আল্লাহ তা'আলাই তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে থাকেন। তারা সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আবার সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। তাদের জীবিকার জন্য কোনোই চিন্তা করতে হয় না। অথচ তাদের কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয় যার ব্যবস্থা করেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। শুধু তাই নয় আল্লাহর এ রিযিকের ব্যবস্থা কোনো জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নাই। বরং বন্ধনকৃত রিযিক সাধারণভাবে সর্বজায়গায় বিদ্যমান রয়েছেন। যে যেখানে অবস্থান করে থাকে সেখানেই তার রিযিক পৌঁছে যায়। মুহাজিরগন শূন্য হাতেই এক প্রকার মদীনায় পৌঁছানোর পর তাদের রিযিকের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এত বেশী বরকত দেন যে, তাঁরা দুনিয়ার মধ্যে অনেক সম্পদের মালিক হয়ে যান। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তার সৃষ্টির কোনো জীবকে ভুলে যান না। পিপড়াকে

★ *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুজিযোদ্ধা কলেজ কলারোয়া সাতক্ষীরা ও খতীব মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ।*

তার গর্তে, পাখীকে আসমান ও জমিনের ফাঁকা জায়গায়, এবং মাছকে গভীর পানির মধ্যেই তিনি খাদ্য পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এভাবেই তিনি তাঁর সকল প্রকার জীবকে নিয়মিতভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করেই যাচ্ছেন কোথাও কোনো ব্যাত্যয় ঘটেনা।

এ প্রসংগে রাসূল ﷺ এর হাদীসটি যথাপোযুক্ত তিনি বলেন:

«لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»

যদি তোমরা আল্লাহর ওপর প্রকৃত ভরসা কর যেমন ভরসা করা উচিৎ তাহলে তেমনভাবে রিযিক দেবেন যেমন ভাবে রিযিক পাখীদেরকে দিয়ে থাকেন। পাখীরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং বিকেল বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে।[67]

রাসূল ﷺ এর উপরোক্ত হাদীস অনুসারে যদি আমরা সত্যিকার আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করতে পারি তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদেরকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না। বিষয়টি সূরা হুদ এর ৬ নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ মাআরেফুল কুরআনের ৬২২ পৃ. একটি ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন।

হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ আশআরি গোত্রের অন্তর্ভূক্ত তাঁরা ইয়ামেন হতে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছালেন। তাঁদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপতি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সমিপে প্রেরণ করলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য কোনো আহারের সু-ব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধিগণ যখন রাসূল ﷺ-এর গৃহদ্বারে হাজির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রাসূল ﷺ-এর কুরআন তেলাওয়াতের সুমধূর ধ্বনী ভেসে এল '' وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا '' পৃথিবীতে বিচরনকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন নি। সাহাবীগণ অত্র আয়াত শ্রবন করে মনে করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহর নিকট নিশ্চয় অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য নিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন 'শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে' তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝালেন যে তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দূরবস্থার কথা রাসূল ﷺ-কে অবহিত করার পর তিনি তাদের আহার পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন। এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত রুটিপূর্ণ একটি বড় খাঞ্জা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশআরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশআরী গোত্রের লোকদের আহার করার পর ও প্রচুর রটি গোশত রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রাসূল ﷺ-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁরা খাঞ্জা নিয়ে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার প্রেরিত রুটি এবং গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে। তদুত্তরে রাসূল ﷺ বললেন 'আমি তো কোনো খাদ্য প্রেরণ করিনি'।

তখন তারা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে এ কথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবনে রাসূল ﷺ বললেন 'আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর, রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

সম্মানীত পাঠক মণ্ডলী! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জীব সৃষ্টির পূর্বে প্রত্যেককে রিযিকের ব্যবস্থা করেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে এক মুহুর্তে ও সময় লাগে না। এক জনের খাদ্য এক শতজন তৃপ্তি ভরে খেয়েও উৎবৃত্ত থাকে এমন দৃষ্ঠান্ত ভূরি ভূরি আছে। যেমন : ইসলাম মদীনার সুরক্ষার জন্য শত্রুদের মোকাবেলায় সাহাবী সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর

[67] *তিরমিযী হা : ২৩৪৪,*

পরামর্শক্রমে মদীনার প্রবেশ মুখে পরীখা খননের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সম্মিলিত ইয়াহুদী খ্রীষ্টান, কুরাইশ মুশরিক ও তাদের মিত্রদের যৌথ অভিযানের মোকাবেলায় এটি ছিল রাসূল ﷺ-এর প্রতিরোধ মুলক সমর কৌশল। মদীনার আনছার ও মক্কার মুহাজীরদের সবাই পরীখা খননে লেগে গেলেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজেই এ পরীখা খননে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ হাজার। কঠিন কঠিন শিলা পাথর কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল পরীখা খননের কাজ। এমন সময় একটি বড় শক্ত পাথর পড়ল খননের মাঝে। কোনো ক্রমেই সাহাবীগণ সর্বশক্তি দিয়ে পাথরটি টুকরো করতে পাচ্ছিল না। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে গেল। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজেই পাথরটির ওপর আঘাত করার সাথে সাথেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পরীখা খননকারী সাহাবীগন এবং স্বয়ং রাসূল ﷺ ও এক পর্যায়ে ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ- কে এরূপ ক্ষুর্ধাত দেখে সাহাবী জাবির রাঃ বাড়ী দিয়ে নিজ স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষুধার্তের কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীকে ঘরে কি কিছু খাবার আছে? স্ত্রী জবাব দিলেন এক সা পরিমাণ যবের আটা আছে। তাদের একটি ছোট গৃহ পালিত ছাগল ছিল। জাবির রাঃ সেটি জবাই করে দিলেন। সাথে আটার রুটি ও গোশত উনুনে উঠিয়ে দিতে বললেন। জাবির রাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে নিয়ে আসার জন্য রওয়ানা হলেন। স্ত্রী বললেন লোকজন যেন বেশী না হয়। কারণ আয়োজন সামান্য। ৪-৫ জনের আপ্যায়ন সম্ভব। জাবির রাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি অল্প খাবারের আয়োজন করছি, আপনিসহ কয়েকজন সাহাবী নিয়ে চলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরীখা খননকারী সকল সাহাবীকে লক্ষ করে বললেন জাবির সবাইকে দাওয়াত করেছে চল সবাই জাবিরের বাড়ীতে চল। মুহুর্তে এক হাজার সাহাবী জাবিরের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমার যাওয়ার আগে যেন চুলা থেকে গোশতের পাতিল নামানো না হয় এবং রুটি ও যেন তৈরী না করে। রাসূল ﷺ সবাইকে নিয়ে জাবিরের বাড়ীর দিকে আসতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে জাবিরের স্ত্রী অস্থির হয়ে গেলেন। জাবিরের স্ত্রী জাবিরকে লক্ষ করে বললেন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। এ কি করলে তুমি? এখন কি হবে? মাত্র কয়েকজনের খাবার অথচ সহস্রধিক ব্যক্তির আপ্যায়ন কি করে সম্ভম? জাবির রাঃ বললেন, আমি কি করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাশরীফ আনলেন। আটা সামনে আনা হল রাসূল ﷺ তাতে মুখের সামান্য থুথু দিলেন এবং গোশতের হাড়ীতেও থুথু ফেললেন ও বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি রুটি বানিয়ে আনার ও হাড়ী থেকে প্রত্যেককে রুটি ও গোশত দিতে বললেন। প্রত্যেককে তাদের চাহিদা মোতাবেক খাদ্য প্রদান করা হলো। সবাই তৃপ্তির সাথে আহার করলেন। কিন্তু গোশত ও আটা সামান্য পরিমানও কমলো না। যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল।[৬৮]

অতএব আমাদেরকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, সকল প্রাণীর রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বেই রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে জন্য যদি আমরা রিযিকের চিন্তা না করে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে দীনের সকল বিধি বিধানসমূহকে যথাযথভাবে পালন করতে পারি তাহলে কোথা থেকে যে রিযিকের ব্যবস্থা হবে তা আমরা জানতেও পারবো না। পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার দীনের নিয়ম-নীতি গুলোকে যথাযথভাবে পালন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তোমাকে ভয় করে চলতে পারি সেই তাওফীক দান করুন। আমীন ॥ ❑❑

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭৮৮৪০২৯৮৮
০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

[68] *সহীহ বুখারী হা : ৩৭৯৫*

কুরআন সুন্নাহর আলোকে সদর উদ্দিন চিশতী এবং জাহাঙ্গীর বেঈমান সুরেশ্বরী ফকিরনীর অনুসারীদের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও এর জবাব।

শেখ আহসান উদ্দিন*

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন 'দ্বীন ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নাই'।[৬৯] রাসূল সাঃ এক হাদীসে বলেন 'শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তোমাদেরকে দ্বীনের নামে এমনসব কথা ও হাদীস শোনাবে যা তোমরা কিংবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ কখনো শোননি। অতএব, তোমরা তাদের সংস্রব থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদেরও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে'।[৭০] অপর হাদীসে এসেছে 'আমার উম্মত ৭৩টি দল-ফেরকায় বিভক্ত হবে। এর মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে আর একটি দল জান্নাতে যাবে'।[৭১]

অনেক আগে থেকেই কিছু মানুষ ছিল, যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে সর্বসম্মত ও স্বীকৃত বিষয়ের বিপরীত মতাদর্শ পোষণ করে মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করেছে। ইসলামের শুরু থেকেই বিভিন্ন সময়ে মুখরোচক ও চটকদার স্লোগানের ছদ্মাবরণে মানুষকে পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামি বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন দল উপদল ফেরকা দেখা যায়। আকিদা, আমল ও মতাদর্শগত কারণে অনেক বিভক্তি দেখা যায়। খারেজী, শিয়া রাফেজী, ইসমাইলী, নুসাইরী, বোহরা, হাউসি, দ্রুজ, নাসিবী, কাদরিয়া, জাহমিয়া, মুতাজিলা, মুজাসসিমা, আহলে কুরআন নামে হাদীস ও সুন্নাহ অস্বীকারকারী, সুফিবাদ ও মারিফ'আতের নামে শিরক বিদ'আত ও ইসলামী জীবনবিধানের বিরুদ্ধে আঘাত, আহলে বিদ'আতী, ভন্ডপীর, আহবাশ, কাদিয়ানী, নারীবাদী, নাস্তিক্যবাদ, প্রগতিশীলতার নামে কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে বিষোদগারসহ এ জাতীয় অনেক দল ও ফিতনা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশসহ আমাদের এই উপমহাদেশে বিভিন্ন ছদ্মবেশে অনেক ভ্রান্ত দল ও ফিতনা লক্ষ্য করা যায়। কেউ প্রিয়নবী ﷺ-এর খোলাফায়ে রাশেদীন, আহলুল বাইত সাহাবায়ে কেরাম-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে, কেউ ইসলামের সঠিক আকীদার বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালায়। কেউ দ্বীনে ইলাহী তাওহীদে আদইয়্যান (সব ধর্মকে এক করে ফেলা) এর মতাদর্শ প্রচার করছে, কেউ ইসলামের পর্দার বিধানকে নিয়ে ঠাট্টা করে, আবার কেউ জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে উগ্র তাকফিরি মতাদর্শ, সন্ত্রাস ও নিরস্ত্র, নিরীহ মানুষের ওপর নির্বিচারে হত্যা-হামলা চালিয়ে থাকে। আমাদের বাংলাদেশে হেজবুত তাওহীদ, কোয়ান্টাম মেথড ফাউন্ডেশন, এবিটি, দেওয়ানবাগী, কুতুববাগী, সুরেশ্বরী, ফকিরনী, সদর উদ্দিন চিশতী, রাজারবাগী, কথিত ইমাম হায়াত, হাদীস ও সুন্নাহ অস্বীকারকারী কথিত আহলে কুরআন ও খ্রিস্টান মিশনারীর মতো অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদ, ভ্রান্ত পীর, ভ্রান্ত দল সংগঠন এর ফিতনা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধে সদর চিশতী অনুসারী ও জাহাঙ্গীর বেঈমান সুরেশ্বরী ফকিরনী অনুসারী ও তাদের বিভ্রান্তির জবাব দেয়া হল।

<u>সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ও তার অনুসারীদের আকীদা মতাদর্শ প্রসঙ্গ :</u> সদরউদ্দিন আহমেদ চিশতীর জন্ম কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া গ্রামে। তার পিতার নাম মৃত কাজীম উদ্দিন আহমেদ। সদরউদ্দিন চিশতী, তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনরা তারা একসময় ফেনীর দাগনভুঞার বারাহিগুনী শাহপীর চিশতী পীরের অনুসারী ছিল। ১৯৪২ সালে সদর চিশতী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরানী হিসেবে ও বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং কলকাতা হাই কোর্টেও চাকুরি করেছেন।

পাক ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালে সদরউদ্দিন সুফী মতবাদে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ধর্মীয় মতবাদ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার লিখিত "ত্রিত্ববাদ" বইতে 'পরম পিতা আল্লাহ, তার পুত্রগণ এবং পবিত্র আত্মা বা পবিত্র ভূত প্রভৃতি আপত্তিকর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যা ধর্মের প্রতি সরাসরি আঘাত হানে। কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়ায় রয়েছে তার একটি বিরাট আস্তানা। সেই আস্তানার নাম হল 'ইমামিয়া চিশতীয়া নেজামীয়া দরবার'। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি ঐ আস্তানায় কিছু সংখ্যক ভণ্ডকে নিয়ে সব সময় গাঁজার আসর জমিয়ে আসছিলেন। সারারাত ধরে এ আস্তানায় চলত গাজার আসর আর হৈ চৈ চেঁচামেচি। সব সময় আস্তানায় সুন্দরী মেয়েদের আনাগোনাসহ অসামাজিক কার্যকলাপ চলত বলেও অভিযোগ করেছে এলাকাবাসী। সুফিবাদ, তরিকত ও মারিফাতের নামে বিভিন্ন উল্টাপাল্টা আপত্তিকর মতাদর্শের জন্য সদর উদ্দিন চিশতী বিতর্কিত ও সমালোচিত।

---

* *শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বিআইইউ, ঢাকা।*

[৬৯] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৫৬*

[৭০] *সহীহ মুসলিম*

[৭১] *সুনানে তিরমিযী হা : ২৬৪১, আল মু'জামুল কাবীর হা : ৭৬৫৯*

সদর উদ্দিন চিশতী মোট ২৫-২৭টির মতো গ্রন্থ লিখেছে যা ইমামিয়া চিশতীয়া পাবলিশার, সদর প্রকাশনী ও রযামন পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছে। সে বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা হল ১. কোরআন দর্শন (৩ খণ্ড কেবলা ও সলাত ৩. মাওলার অভিষেক ও ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ ৪. সিয়াম দর্শন ৫. মসজিদ দর্শন ৬. Philosophy of Quran (কোরান দর্শনের ইংরেজি অনুবাদ) ৭. ইসলামের মৌলিক বিধান ৮. দোয়া গঞ্জুল আরশ ও ১৪ মাসুমিনদের প্রার্থনা ৯. আহলুলবাইতের পবিত্র ভাষণ ১০. কোরবানী ১১. চিশতীয়া শাজরা শরীফ ১২. কোরান দর্শন ১৪ সুরা ১৩. Islam Against Inequity and Moududis Corruptions ১৪. প্রবন্ধ সংকলন ইত্যাদি।

ইমামিয়া চিশতীয়া নেজামিয়া সংঘ, তরিকতে আহলেবাইত বাংলাদেশ ও হেরাবন সংঘ নামে তাদের তিনটি সংগঠন আছে। সদর চিশতী, তার ছেলে আনোয়ার শিবলী চিশতী ও তার অনুসারীদের বইসমূহে অসংখ্য বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা পাওয়া যায়। ঢাকার বাংলাবাজার, নীলক্ষেত মার্কেটসহ অনেক বইয়ের মার্কেটে দোকানগুলোতে এবং দেশের অনেক মাজারে ও পীরের দরগায় সদর উদ্দিন চিশতী ও তার অনুসারীদের বইপুস্তক ক্রয়বিক্রয় হতে দেখা যায়। তাদের অনেক ভ্রান্ত আকীদা মতাদর্শ রয়েছে। বিশেষ করে তারা সুফিবাদ ও মারেফাতের নামে শিয়া ও বিদ'আতী মতবাদ প্রচার করছে। তাদের ভ্রান্ত আকীদা মতাদর্শ ও এর খণ্ডন দেয়া হল।

১. সদরুদ্দীন আহমাদ চিশতী তার "ত্রিত্ববাদ" নামক একটি ছোট বইয়ের মধ্যে সে ত্রিত্ববাদকে সমর্থন দিয়েছে সেখানে সে লিখেছে 'মুহাম্মদ ﷺ বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির পরম পিতা "আল্লাহ" GOD THE FATHER বিশ্বের সকল মোর্শেদ তার সাহেব তথা সম্যক গুরুগণ সবাই তাহার পুত্র।[৭২] (নাউজুবিল্লাহ)

খণ্ডন : এটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিশ্বাস। আমরা জানি আল্লাহ এক, তার কোনো শরীক নেই। এ কথার প্রমাণে পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরীফে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে 'আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই । তিনি জীবিত এবং সবকিছুর ধারক'।[৭৩] কুরআনে সুরা ইখলাসের আলোকে আল্লাহর কোনো সন্তান নাই। পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর কোনো সন্তান নেই (কারো সন্তান নন) ।

[৭২] *সদর চিশতীর ত্রিত্ববাদ, পৃঃ ১ ও ৩*
[৭৩] *সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫*

২. নামাজ প্রসঙ্গে সদরুদ্দীন আহমাদ লিখিত আরেকটি বই, "কেবলা ও নামাজ। উক্ত কেবলা ও নামাজ নামক বইয়ের অনেক জায়গায় নামাজ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য লিখেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অস্বীকার করে সে উক্ত 'কেবলা ও নামাজ' গ্রন্থের ভূমিকায় ২য় পৃষ্ঠায় লিখেছে যে, 'সলাত বলতেই দায়েমী সলাত বুঝায় কুরআনে পাঁচ বা ছয় বারের ওয়াক্তিয়া নামাজের উল্লেখ নাই। খণ্ডখণ্ড পাঁচ বেলা নামাজ কুরআনে অগ্রাহ্য।[৭৪] (আস্তাগফিরুল্লাহ)

খণ্ডন : আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে ঘোষণা করেছেন সলাত/নামাজ কায়েম কর । অতঃপর হযরত নবী করীম ﷺ-এর মাধ্যমে নামাজ কত ওয়াক্ত, কত রাক'আত, কিভাবে পড়তে হবে তার শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম-কে পাঠিয়ে নামাজ পড়িয়ে নামাজের ওয়াক্ত কত রাক'আত কিভাবে পড়তে হবে এর সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে হাদীসও ওহী।

৩. সদর উদ্দিন চিশতীর 'মাওলার অভিষেক ও ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ' বইয়ের ২২ ও ২৩ পৃষ্ঠায় হযরত আবু বকর আস সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর ফারুকে আজম রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ৩০ পারায় পবিত্র কুরআন সংকলনের ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যাচারে ভরপুর আপত্তিকর কথাবার্তা পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের ৩৪ পৃঃ আরো উল্লেখ করেছেন, "ইমাম বাকের আলাইহিস সালাম বলিয়াছেন, তিন শতের ওপর কোরআনের বাক্য "তাহরীফ" অর্থাৎ বদল করা হইয়াছে। যাহা আহলে বাইতের শানে ছিল"। উক্ত গ্রন্থের ৪৭ পৃঃ আরো উল্লেখ করেছেন, "মাওলার নাম এবং তাহার প্রশংসার প্রায় সকল কথাই কুরআন হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন, আলী যেদিকে মোড় নেয় আল্লাহর দ্বীনও সেদিকেই মোড় নেয়। মোট কথা আলীই রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের হাক্বিকতের চুড়ান্ত প্রকাশ।"

উক্ত গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় কুরআনের সুরাগুলোর শানে নুযুল নিয়ে আপত্তিকর ও মানহানিকর কথাবার্তা পাওয়া যায় (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)

খণ্ডন : এগুলো সবই মনগড়া কথা, এগুলো রাফেজী শিয়া ও ইসমাইলী শিয়াদের বানানো ভিত্তিহীন কথা। যারা এসব কথাবার্তায় বিশ্বাস করে তারা পথভ্রষ্ট।

৪. যাকাত ও হজ বিষয়ে সদর উদ্দিন চিশতী তার রচিত কোরান দর্শন (১) এর ভূমিকাতে লিখেছেন 'মানবীয়

[৭৪] *সদর চিশতীর কেবলা ও সালাত বইয়ের ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা*

আমিত্বের উৎসর্গের নামই যাকাত। বস্তুগত কোনো দানকে কোরআনে যাকাত বলা হয় নাই।' উক্ত যাকাত সম্পর্কে আরো জঘন্যতম মন্তব্য করে ইমামীয়া চিশতীয়া সংঘ থেকে প্রকাশিত সদরুদ্দীন চিশতী কর্তৃক অনুমোদিত (আলাইহিস) সালাম রাজ্জাক কর্তৃক লিখিত 'লোকোত্তর দর্শন ও পুরুষোত্তম নজরুল' নামক বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠায়। হজ বিষয়ে একই বইয়ের ৩৩ পৃষ্ঠায় মুসলমানগণ মক্কা শরীফে গিয়ে পবিত্র কাবা শরীফের তাওয়াফের মাধ্যমে যে হজ্জ পালন করে, তাকে অস্বীকার করে লিখা হয়েছে যে, মোর্শেদের জীবনদর্শনে যখন কোনো সাধক একাত্ম হতে পারে তখন তাই হয় হজ্জ। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

খণ্ডন : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন 'আর তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ করো'।[৭৫] হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে জানা যায় সুনানে আবু দাউদ, যাকাত অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু) আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে যাকাত-এর পক্ষে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। হজ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ওমরাহ পরিপূর্ণ ভাবে পালন কর।'।[৭৬] এ প্রসঙ্গে কুরআনে আরো এসেছে যে, 'তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে তার মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের (কাবা শরীফ) হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে'[৭৭] (হাদীসগুলোতে মক্কায় হজের পক্ষে শক্তিশালী বক্তব্য পাওয়া যায়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু) আনহু বলেন- যে ব্যক্তি মক্কাতে বায়তুল্লায় হজ্ব করার সামর্থ্য রাখে, তবুও হজ্ব করে না সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করল কি খ্রিস্টান হয়ে তার কোনো পরোয়া আল্লাহর নেই।[৭৮]

৫. দরুদ শরীফ প্রসঙ্গে সদর উদ্দিন চিশতীর কেবলা ও নামাজ গ্রন্থে ৪২ পৃষ্ঠায় সূরা আহযাবের ৫৬ নাম্বার প্রসঙ্গে মানহানিকর কথাবার্তা পাওয়া যায়।

[৭৫] *সূরা আ-বাকারা আয়াত : ৪৩*
[৭৬] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৯৬*
[৭৭] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৯৭। সহীহ মুসলিম হা : ১৩৩৭ (৪১২); মুসনাদে আহমদ হা : ১০৬০৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা : ৩৭০৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা হা : ২৫০৮;*
[৭৮] *তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫৭৮*

খণ্ডন : এটা সম্পূর্ণ বেয়াদবীপূর্ণ কথা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নবীর প্রশংসা করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দরুদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর ওপর সলাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।'[৭৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে এসেছে, 'ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি-এর মতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু) আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরুদ পড়া ওয়াজিব '।

৬. সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ও তার অনুসারীদের বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কুরআনের নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহ, ইমাম ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি, ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত নির্ভরযোগ্য মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, ইমাম, আলেম উলামায়ে কিরাম, মুফতিদের বিরুদ্ধে কটুক্তি ও আপত্তিকর কথা বলতে দেখা যায়। সদর উদ্দীন চিশতী কর্তৃক লিখিত "কোরান দর্শন" এর শেষ দিকের খণ্ডগুলোর ভূমিকার ১ম পৃষ্ঠায় বর্তমান পৃথিবীর সকল নির্ভরযোগ তফসীর গ্রন্থগুলোকে মিথ্যা এবং দুনিয়ার সমস্ত ওলামায়ে কেরামকে মূর্খ, অন্ধ মিথ্যুক হিসাবে আখ্যায়িত করে নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহ, ইমাম ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি, ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত নির্ভরযোগ্য মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, ইমাম, আলেম উলামায়ে কিরাম, মুফতিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে।

খণ্ডন : যারা এ জাতীয় কথাবার্তা বলে তারা ১০০% পথভ্রষ্ট। এসব কথাবার্তাও এক ধরনের প্রচণ্ড কুফরির শামিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু) আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'তোমাদের ছোট ব্যক্তির ওপর আমার মর্যাদা যেমন, আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদা ঠিক তেমন।'

৭. সদর উদ্দিন চিশতি কর্তৃক রচিত "মাওলার অভিষেক ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ" গ্রন্থের ৭১ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি ও ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি) আলাইহি প্রসঙ্গে বিভিন্ন আপত্তিকর কথাবার্তা লিখেছে। এই বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন "আমাদের বক্তব্য হইলঃ কুরআনের ব্যাক্যাংশের তাফসির উল্লেখ করিয়া বুখারী যত হাদীস প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রায় সবগুলি মিথ্যা রচনা"।

[৭৯] *সূরা আহযাব আয়াত : ৫৬*

খণ্ডন : যারা এ ধরনের কথা বলে তারা মূলত হাদীস গ্রন্থসমূহের ওপর আঘাত দিচ্ছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য একটা গুনাহ। যারা এ ধরনের কথা বলে তারা মূলত আধ্যাত্মিকতা সুফিবাদ ও তরিকতের নামে রাফেদী শিয়াদের মতবাদ প্রচার করছে। তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট।

এছাড়াও তাদের মধ্যে অনেক কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক ভ্রান্ত আকীদা-মতাদর্শ দেখা যায়। যেমন তাদের অনুসারীরা পীর ও মাজারকে সিজদা করার পক্ষপাতী, তাদের অধিকাংশই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে, তাদের অনেকেই কবরের আযাব বিষয়ে কটু কথা বলে ইত্যাদি।

মাওঃ আবু জাফর কাসেমীর লেখা 'স্মরণ কালের ভণ্ডামী' বইয়ের আলোকে জানা যায় যে, নব্বইয়ের দশকে এই ভণ্ড সদর উদ্দিন চিশতী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষস্থানীয় হক্কানী আলেম-উলামায়ে কিরাম আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাস থেকে এই আন্দোলন শুরু হয় যা চলে কয়েকবছর। বিশেষ করে ঢাকার কেরানীগঞ্জ, বায়তুল মোকাররম ও প্রেসক্লাব এলাকায় ভণ্ড সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক ভ্রান্ত মতাদর্শে ভরা বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ও মিছিল মিটিং সমাবেশ জনসভা হয়।

১৯৯২ সালের শেষদিকে ২৬ ডিসেম্বর সদর উদ্দিন চিশতীকে গ্রেফতার ও তার আপত্তিকর বই পুস্তক নিষিদ্ধের দাবিতে কেরানীগঞ্জ থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত মিছিল সমাবেশ হয়। সেখানে অনেকেই নিহত ও আহত হয়। পরে ১৯৯২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভোরে ফেনী থেকে সদর উদ্দিন চিশতীকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য পরে সে মুক্তি পেয়েছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন সরকার সদর উদ্দিন চিশতী ও জাহাঙ্গীর বেঈমান সুরেশ্বরীর ১২টি বই বাজোয়াপ্ত করে নিষিদ্ধ করে। এ খবর দেশ-বিদেশের অনেক পত্রিকায় এবং বাংলাদেশ বেতার, বিটিভি, বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, রেডিও তেহরানে প্রচারিত হয়।

পরে ১৯৯৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে সদর উদ্দিন চিশতী ও তার অনুসারীদের বিভ্রান্তিকর আকীদা মতাদর্শের বিপক্ষে ফতোয়া দেয়া হয়। সেখানে বলা হয় যে, সদর চিশতী ও তার অনুসারীদের বই-পুস্তকে বিশেষ করে কোরান দর্শন বইয়ে কুরআনের মারাত্মক অপব্যাখ্যা, মাওলার অভিষেক ও ইসলামে মতভেদের কারণ বইয়ে দ্বীন ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে বিষোদ্গার, সিয়াম দর্শন, কেবলা ও সলাত, আহলে বাইতের পরিচয় সমাজ এতিমের, দোয়া গঞ্জল আরশ ১৪ মাসুমিনের প্রার্থনা এসব বইয়ে কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের মাঝে ফিতনা ফাসাদ অশান্তি হানাহানি সৃষ্টি করছে। তাই এ বই এড়িয়ে চলা উচিৎ।

জাহাঙ্গীর বেঈমান সুরেশ্বরী ফকিরনী: তিনি ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। ঢাকার মোহাম্মদপুর এবং নিউ এলিফ্যান্ট রোডে তার চেম্বার ছিল যার নাম বে-ঈমান/বা-ঈমান হোমিও হল। তিনি একসময় শরীয়তপুরের সুরেশ্বর দরবার এর পীরের অনুসারী ছিলেন এবং তার খলিফা ছিলেন। ১৯৮০-৯০ এর দশকে ঢাকার কেরানীগঞ্জ চুনকুটিয়ায় তিনি একটা দরবার আস্তানা বানান যার নাম হয় ফকিরনী দরবার। সেখানে গত কয়েকদশক ধরে অনেক শিরক বিদ'আত কুসংস্কার চলতে দেখা যাচ্ছে। এমনকি এই জাহাঙ্গীর বেইমান সুরেশ্বরীর রচিত অনেক বই-পুস্তকে বিভ্রান্তিকর কুফরি-শিরকী কথাবার্তা পাওয়া যায়। তিনি ২০২০ সালে মারা যান। তার রচিত বই পুস্তকগুলো হলো-

১. কোরানুল মাজীদ হুবহু অনুবাদ, ২. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ (৩ খণ্ড), ৩. মারেফতের গোপন কথা ৪. মারেফতের বানী ৫. মারেফতের গোপন ভেদ-রহস্য, ৬. মারেফতের গোপন দর্শন; অনেকেরই অজানা, ৭. মারেফতের গোপন আলাপ, ৮. মারেফতের গোপনেরও গোপন কথা, ৮. কুরআনে সালাতের কথা বা কোরানের দৃষ্টিতে সলাত (নামায), ৯. রোজা ও ইফতার, ১০. হজ্জ ও কুরবানী, ১১. জাকাত বিষয় ১২. ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য, ১৩. মারেফতের গোপন আলোচনা, ১৪. নিহুবে চিত্তদাহ সুফিবাদ সার্বজনীন, ১৫. ফকিরির গোপন কথা, ১৬. ফকিরির আসল কথা, ১৭. ফকিরির গোপনেরও গোপন কথা : অনেকেরই অজানা, ১৮. ধ্যান-সাধনা, ১৯. শরিয়তি শয়তান মারেফতি শয়তান, ২০. শরিয়তি সেজদা মারেফতি সেজদা, ২১. গান বাজনার দলিল ২২. ভণ্ডপীর ও পাগলা কুকুর হতে সাবধান, ২৩. কবর এবং মাজারের পার্থক্য, ২৪. আল্লাহ্ কোথায় থাকেন এবং ২৫. আহলে বায়েত ও কারবালার করুণ দৃশ্য। যা সুফিবাদ প্রকাশনালয় নামক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তার ছেলে বেদম ওয়ারসীও প্রচণ্ড ভ্রান্ত আকীদা মতাদর্শে বিশ্বাসী। সদর চিশতীর আকীদায় বিশ্বাসীও বলা চলে। এমনকি নামাজ রোযা, হজ, যাকাত, কুরবানী, জানাযা নিয়ে অনেক ভ্রান্ত মতাদর্শ আছে এদের।

মহান আল্লাহ তা'আলা এদের ফিতনা থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন (আমিন) ❑❑

অদৃশ্য জগতের গল্প

ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ *

(পূর্বে প্রকাশের পর থেকে)

◆ **ফেরেশতাদের নাম :** ফেরেশতাদের নাম রয়েছে। তবে অল্প কজনের নামই কেবল আমরা জানি। তার কিছু হল,

১. জিবরীল। ২. মিকাঈল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

'যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাঈলের তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের শত্রু'।[৮০]

৩. ইস্রাফিল। এ নামটি হাদীসে এসেছে।

عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاتَهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... "

আবু সালামাহ আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রাতের সালাতে দাড়াতেন, তখন কি দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন : সালাতের শুরুতে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! জিবরীল, মিকাঈল, ইস্রাফিলের রব, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি কর্তা...[৮১]

৪. মালেক। তিনি হলেন জাহান্নামের প্রহরী। আল্লাহ বলেন :

﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾

তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন'। সে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা অবস্থান করতে থাকবে।[৮২]

৫. মুনকার। ৬. নাকির।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالآخَرُ النَّكِيرُ وقَالَ أَبو عِيسَى : حديثٌ حَسَنٌ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন মাইয়্যেতকে অথবা বলেছেন তোমাদের কাউকে কবর দেওয়া হয়, তখন তার নিকট দু'জন কালো, নিল বর্ণের ফেরেশতা আসেন। তাদের একজন কে মুনকার এবং অপরজনকে নাকির বলা হয়।[৮৩]

৭. হারুত। ৮. মারুত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾

(তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের ওপর।[৮৪] এছাড়াও নাম না জানা আরো বহু ফেরেশতা রয়েছেন।

◆ **ফেরেশতাদের সক্ষমতা :** আল্লাহ ফেরেশতাদের নানাবিধ সক্ষমতা দিয়েছেন। তার কিছু নিম্নরূপ :

১. বিভিন্ন রূপ ধারণের ক্ষমতা : আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিজেদের আকৃতির বাইরে আরো বিভিন্ন আকৃতি ধারণের সক্ষমতা দিয়েছেন। যেমন মারয়াম (আলাইহাস সালাম) এর নিকট আল্লাহ জিবরীল (আলাইহিস সালাম) -কে মানুষের আকৃতিতে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন :

﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾

তখন আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরীল) কে প্রেরণ করলাম। অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল।[৮৫]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর নিকটেও ফেরেশতারা এসেছিল মানুষের আকৃতিতে, ফলে তিনি তাদের চিনতে পারেননি। লূত (আলাইহিস সালাম) এর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। তার নিকট ফেরেশতাগণ সুন্দর

* মাদরাসা খাইরুল উম্মাহ, চট্টগ্রাম।
দাওরায়ে হাদীস : মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

[৮০] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৯৮
[৮১] সহীহ মুসলিম হা : ২৭০
[৮২] সূরা আয-যুখরুফ আয়াত : ৭৭
[৮৩] তিরমিযী হা : ১০৭১
[৮৪] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১০২
[৮৫] সূরা আল- মারয়াম আয়াত : ১৭

চেহারার যুবকরূপে আসেন। এমনিভাবে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকটেও জিবরীল আলাইহিস সালাম বিভিন্ন আকৃতিতে আগমন করতেন। কখনো তিনি সাহাবী দেহইয়া কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আকৃতিতে আসতেন, যিনি ছিলেন সুন্দর শারীরিক গঠনের একজন সাহাবী। আবার কখনো গ্রাম্য লোকের বেশে আসতেন। এমনকি সাহাবীরাও তাকে দেখতো যার বিবরণ হাদীসে জিবরীলে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন হাদীসে ফেরেশতাদের নানা আকৃতিতে আগমনের নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

২. তাঁদের দ্রুততা: বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুততর মনে করা হয় আলোর গতিকে, কিন্তু ফেরেশতাদের গতি এর চেয়েও বহুগুণ বেশি। কেননা হাদীসে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যে, কোনো প্রশ্নকারী রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করতে না করতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের নিকট হতে উত্তর নিয়ে হাজির হয়ে গেছেন।

◆ **ফেরেশতাদের দায়িত্ব :** ১. তাদের কেউ আল্লাহর নিকট হতে রাসূলদের নিকট ওহি আনয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর এ দায়িত্বে আছেন রুহুল-আমীন; জিবরীল আ. আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ () عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ () عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরীল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।[৮৬]

২. কেউ বৃষ্টি বর্ষণ এবং আল্লাহ যেখানে চান বৃষ্টি কে সেখানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ দায়িত্বে আছেন মিকাঈল আলাইহিস সালাম এবং তার সহযোগীগণ।

৩. তাদের কেউ শিঙ্গার দায়িত্বে আছেন। তিনি হলেন ইস্রাফিল আলাইহিস সালাম যিনি কিয়ামতের সময় শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন।

৪. তাদের কেউ রূহ-কবজের দায়িত্বে আছেন। তারা হলেন মালাকুল মাউত ও তার সহযোগীগণ। আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

বল, 'তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর ফেরেশতা যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে'।[৮৭] তবে এদেরকে আজরাইল বলে নাম করণের বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

৫. তাদের মধ্যে কতক, বান্দা বাড়িতে বা সফরে থাকা অবস্থায়, ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায়-তাদের সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৬. তাদের কেউ, বান্দার ভাল-মন্দ আমল সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। তারা হলেন কিরামান কাতিবিন (সম্মানিত লেখকবৃন্দ)। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾

আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর সংরক্ষকগণ রয়েছে।

সম্মানিত লেখকবৃন্দ।[৮৮]

৭. তাদের কেউ কবরে পরিক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তারা হলেন, মুনকার-নাকির।

৮. তাদের কতক জান্নাতের প্রহরায় নিযুক্ত আছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾

আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর'।[৮৯]

৯. কেউ আছেন জাহান্নামের প্রহরায়। তারা হলেন 'যাবানিয়াহ'। তাদের উনিশ জন নেতা রয়েছে এবং এদের সর্বাধিনায়ক হলেন 'মালেক'। আল্লাহ বলেন :

﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾

অচিরেই আমি ডেকে নেব যাবানিয়াহ (জাহান্নামের প্রহরী)' দেরকে।[৯০] অন্যত্র আছে : ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾

তার ওপর রয়েছে ঊনিশজন (প্রহরী)।[৯১]

---

[৮৬] *সূরা আস-শুরা আয়াত : ১৯৩-১৯৪*
[৮৭] *সূরা আস-সাজদাহ আয়াত : ১১*
[৮৮] *সূরা ইনফিতার আয়াত : ১০-১১*
[৮৯] *সূরা আয-যুমার আয়াত : ৭৩*
[৯০] *সূরা আত-আলাক্ব আয়াত : ১৮*

এছাড়াও আরশ বহন, জিকিরের মসজলিসে গমন, বাইতুল মা'মুরে ইবাদাত, রুকু-সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাতসহ নানাবিধ কাজে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। যাদের হিসাব একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানেন না।

◆ **ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের স্বরূপ :** মুমিন হওয়ার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য বিষয়। আর বাস্তবিকভাবে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য চারটি বিষয় বিশ্বাস করতে হবে :

১. অন্তর থেকে দৃঢ়ভাবে তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টি হতে একটি সৃষ্টিজীব যারা সর্বদা আল্লাহর অনুগত ও তার আদেশে পরিচালিত। তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করেনা, তার ইবাদত করতে অহংকার করে না। বরং সকাল সন্ধ্যা তাঁর প্রশংসা করে যায়।

২. যে সমস্ত ফেরেশতার নাম আমরা জানি, যেমন : জিবরীল, ইস্রাফিল, মিকাঈল ইত্যাদি - তাদের নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

৩. ফেরেশতাদের যে সকল বৈশিষ্ঠের ব্যাপারে আমরা জানি তা বিশ্বাস করা। যেমন : বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা আমরা জেনেছি যে, জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর ছয়শত ডানা রয়েছে।

৪. ফেরেশতাদের যে সকল কাজ সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি সেগুলো কে বিশ্বাস করা। যেমন : জিবরীল আলাইহিস সালাম ওহির দায়িত্বে আছেন, মালেক আ. জাহান্নামের দায়িত্বে, মিকাঈল আলাইহিস সালাম বৃষ্টির দায়িত্বে আছেন ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশ্বাস করা।

◆ **ফেরেশতাদের মৃত্যু :** ফেরেশতাগণ মৃত্যুবরণ করবেন কিনা এ ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা আসেনি। ইজতিহাদের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আলেমগণ দুটি মতে মতবিরোধ করেছেন।

এক.

তারা সল্প সময়ের জন্য মৃত্যু বরণ করবেন, অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আবারো জীবিত করবেন অন্য সকল মানুষের পূর্বেই। এটিই অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলিল, আল্লাহর বাণি : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ তাঁর চেহারা (সত্ত্বা) ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল।[৯২]

দুই.

ফেরেশতাগণ মৃত্যু বরণ করবেন না। এটি ইবনে হাজমসহ কতক মুফাসসিরিনের মতো। তাদের দলিল, আল্লাহর বাণী :

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।[৯৩]

এ দল 'আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন'-এ কথার দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল, ফেরেশতা হলো একটি গায়েবি বিষয়। তাদের ব্যাপারে আমাদের ততটুকুই বিশ্বাস করা আবশ্যক, যতটুকু আমরা কুরআন-সুন্নাহর দ্বারা জানতে পেরেছি। যেহেতু তাদের মৃত্যুর বিষয়টি কুরআন সুন্নাহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি, তাই সেটি জানা আমাদের জন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় নয় এবং উচিতও নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।

সুতরাং এ বিষয়ে নিরব থাকাই অধিক উত্তম।

সুমহান স্রষ্টার অসংখ্য-অগনিত সৃষ্টির মাঝে আমরা এক নগণ্য সৃষ্টি। মহান রবের সৃষ্টি জগতের অনেক কিছুই আমাদের অজানা। আমাদের জ্ঞানের পরিধি যে খুবই স্বল্প। তাই আমাদের জানা বা অজানা যা কিছুর সংবাদ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, তা আমরা অকপটে বিশ্বাস করি। এটিই মুমিনের আদর্শ, এখানেই বিশ্বাসের স্বার্থকতা। (শেষ পর্ব) ❑❑

[৯১] *সূরা মুদ্দাসসির আয়াত : ৩০*

[৯২] *সূরা কসাস আয়াত : ৮৮*

[৯৩] *সূরা আয-যুমার আয়াত : ৬৮*

তারা কেন নাস্তিক

সাইদুর রহমান*

অনেক মুসলিমের মনেই একটা প্রশ্ন জটলা বেঁধে আছে। 'কেন মানুষ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলামবিদ্বেষী হয়?' দু'চোখের কোণ থেকে ইসলামকে দেখতে পারে না। ইসলামের নাম শুনলেই নাক সিটকায়, মেনে নিতে পারে না ইসলামকে। কী এমন ধূম্রজাল আটকে আছে তাদের মাঝে, যার ফলে তারা ধর্মবিমুখ। বিষয়টি যদি এমন হতো যে, তারা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা মূর্খ হলে মেনে নেয়া যেত। তারা তো বড় বড় ডিগ্রিধারী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। সমাজের লোক তাদের কথায় উঠে বসে। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের রয়েছে যথেষ্ট প্রভাব। জ্ঞানের বিভা ছড়াচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের দ্বারে। তারা হলেন রাষ্ট্রের মূল। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তারা কেন বুঝতে চায় ন যে, ইসলাম একটি কল্যাণমুখী মানববান্ধব শাশ্বত ধর্ম। আপনাদের এই কোহেলিকাচ্ছন্ন প্রশ্নের গায়ে মধ্যাহ্নের দীপ্তিময় সূর্যের পরশ বুলিয়ে দিবো। নিমিষেই দূর হয়ে যাবে ধোঁয়ার তমকা। এবার শুরু করি আসল কথা। ইসলামবিদ্বেষী হওয়ার কিছু কারণ আমি রপ্ত করেছি। আপনাদের সমীপে উল্লেখ করছি।

(এক) প্রবৃত্তিপূজা। অর্থাৎ মনে যা চায় তাই করা। মনে যা চায় তা করতে গেলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা গোলযোগ দেখা মিলবে। উদাহরণ টেনে একটু বুঝাই। ধরুন আপনার মন চাচ্ছে আপনার পাশের বাড়ির এক মেয়ের সাথে ব্যভিচার করার। এখন আপনি যদি জোর করে আপনার কামবাসনা চরিতার্থ করতে পা বাড়ান, তাহলে কি ওই মেয়ের বাবা-মা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন আপনাকে ছেড়ে দিবে? কিছুই বলবে না তারা। আপনাকে তারা গোটাটাই গিলে ফেলতে চাইবে। তাদের বোন নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলবেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে প্রবৃত্তি পূজারী হয়ে চলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'সঠিকতা যদি তাদের বাসনানুযায়ী হতো তাহলে আসমান-জমিন ও এদুয়ের মাঝে যা আছে সবকিছু ম্লান হয়ে যেত'।[৯৪]

আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন অধিকাংশ ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক চরিত্রহীন প্রবৃত্তিপূজারী। আর ইসলাম হলো তাদের কুপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক। তারা চায় যত্রতত্র খোলামেলা নারীদের নিয়ে ঘোরাফেরা করতে, মদ খেতে, রাতভর নারী নিয়ে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মেতে উঠতে, যা ইচ্ছে তাই খেতে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলাফেরা করতে। বস্তুবাদী লোকদের মতো হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা না করতে। যত প্রকার অশ্লীলতা বেহায়াপনা আছে সবই করতে। কিন্তু ইসলাম হলো তাদের এ কাজের প্রতিবন্ধক। এ জন্য তারা ইসলামকে মেনে নিতে পারে না, ইসলামের সমালোচনায় অষ্টমুখ হয়ে ওঠে। তাদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে একমাত্র ইসলাম। আপনি যদি ইউটিউবে এ কথা লিখে সার্চ দেন যে, 'বাংলাদেশের দশজন নিকৃষ্ট নাস্তিকের নাম, তাহলে দেখবেন চলে এসেছে বিখ্যাত কিছু নাস্তিক। একজনের হাতে দেখতে পাবেন মদের বোতল, আরেক নারী পরে আছে গেঞ্জি। এখনই আপনি সার্চ দিন। তাদের এমন এমন কুরুচিপূর্ণ কথা আছে যা কখনো স্বাভাবিক মানুষ থেকে কল্পনা করা যায় না। আমি দু'একটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। কোনো এক ইসলামবিদ্বেষীর বিখ্যাত উক্তি, 'আমার সামনে দিয়ে আমার মেয়েটা তরতর করে বেড়ে উঠছে। সমাজের বাধার বেড়াজালে আমি তাকে ভোগ করতে পারছি না।' মৌলবাদীদের কারণে আমি আমার গাছের ফল ভক্ষণ করতে পারছি না। আরেকজনের উক্তি হলো, 'ছেলেরা যেভাবে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে, মেয়েরা কেন পারবে না?' ছেলেরা যেভাবে খালি গায়ে ঘোরাফেরা করে, মেয়েরা কেন পারবে না? 'ছেলেরা চারজন বিয়ে করতে পারলে,

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৯৪] সূরা আল-মু'মিনুন আয়াত : ৭১

মেয়েরা কেন পারবে না?' 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের চুইংগামের মতো চিবুতে মন চায়।' এসকল কথা আমার রুচিবিরোধী। আমি বলতে পারছি না। আরেকজনের উক্তি, 'আজানের ধ্বনি বেশ্যার ডাকের চেয়েও নিকৃষ্ট লাগে।' তারা চায় নারী- পুরুষ একাকার হয়ে চলুক। সুদ, ঘুস, মদ, জুয়া যে যেভাবে পারুক উপার্জন করুক, তাতে কোনো আসে যায় না। তাদের এ মতের বাধাদানকারী হলো ইসলাম। এজন্যই তারা ইসলামকে নিয়ে সরগরম করে। তাদের নিজেদের নাস্তিক দাবি করে। আদতে তারা নাস্তিক নয়; বরং তারা ইসলামবিদ্বেষী। তাদের তো দেখা যায় না ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের সমালোচনা করতে। যত বিষোদ্গারের তীর ছোঁড়ে ইসলামের গায়ে।

(দুই) কুসংস্কার বা অধর্মকে ধর্মীয় রীতি মনে করা। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষিত ব্যক্তি ভালো-মন্দ ঠাহর করার ক্ষমতা তার রয়েছে। কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় সব সে বুঝে। কোনটা বিবেকবিরোধী আর কোনটা বিবেকের সাথে যায় অনুধাবন করতে পারে সে। জাতির মশালধারী এ ব্যক্তি যখন দেখতে পায় কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের আশায় তারই মতো একজন রক্তমাংসে গড়া মানুষের পায়ে সিজদা করছে, হরেক রকম উপহার উপঢৌকন দিচ্ছে, কোরবানী করছে তাদের নামে, তখন তাদের বিবেকের দ্বারে স্বভাবতই কড়া নাড়া পড়ে। এটা কীভাবে সম্ভব! মানুষ হয়ে একজন তারই মতো মানুষের পায়ে সিজদা করছে? যখন আরাধনায় ব্রতী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি আপনার মতোই একজন মানুষের পায়ে সিজদা করলেন। এর হেতু কী?' ওই মূর্খ মুরীদ লা জাওয়াব হয়ে শুধু এতোটুকু বলে, এটাই ইবাদত-আরাধনা। আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন তাদের চরণে সিজদা করতে, তাদের সম্মান করতে, তাদের সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি। সরলমনা শিক্ষিত ব্যক্তির মন এই মূর্খসূলভ উত্তরে তুষ্ট হতে পারে না। কোনোভাবেই বিবেক প্রবোধ পায় না। পরিশেষে ব্যক্তি মনে করে ধর্ম মানেই এমন অন্ধবিশ্বাস। যার মাঝে যৌক্তিকতার লেশমাত্র নেই। ধর্ম হলো আফিমের মতো। একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন নেশাচ্ছলে অন্ধের মতো কত কিছুই না করে; অনুরূপ ধার্মিক ব্যক্তিরাও যৌক্তিকতাহীন মনগড়া কত কিছুই করে থাকে। এই তরুণ মনে করে এগুলো আন্দাজে, ফালতু কাজকর্ম। এই ভদ্রলোকটিকে কে বুঝাবে, যে কাজগুলো সে প্রত্যক্ষ করেছে এগুলো আদতে ইবাদত নয়; বরং শিরকী কর্মকাণ্ড। আল্লাহ কুরআনের অসংখ্য স্থানে এসব শিরকী কাজ নিষেধ করেছেন। হিন্দুদের থেকে অনুপ্রবেশ করেছে এই রীতি। এই লোকটি এখানে অধর্মকে ধর্ম মনে করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে কিছু ভণ্ডলোকের কারণে। সে ইসলামের প্রকৃত রূপ থেকে বহু দূরে রয়ে গেল। জানতে পারলো না ইসলাম এগুলো সমর্থন করেন না। সে জেনেছে, তবে ভুল জেনেছে। তার বিবেকই আদতে সঠিক তথ্য দিয়েছে। এগুলো কখনোই ধর্ম হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কত সুন্দর বলেছেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

'যে আল্লাহর সাথে শরীক করবে আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। আর তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই'। [৯৫]

আরো একটু অগ্রসর হই। মাস্টার্স কমপ্লিট করা এক তরুণ গুলিস্তানের মোড়ে দেখতে পেল, ইয়া বড় এক দাড়িওয়ালা লোক বসে ঝিমুচ্ছে! বেশভূষা উন্মাদসদৃশ। মুখ ঝাপটে আছে ঘনকালো মোছে। গলায় ঝুলছে বড় তালা। তাকে নাকি বলা হয় 'তালাবাবা'। চুলগুলো উস্কখুশকো ধুলোবালিতে পালিশ করা। মলিন চেহারা, যেন কয়েক শতাব্দী ধরে গোসল করে না। একজন লোককে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করলো তরুণটি। প্রত্যুত্তরে বলা হলো , 'এটা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ওরা সদা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। নেই তাদের পার্থিব মোহ। 'এই তরুণ এখন কী মনে

[৯৫] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ৭২*

করবে? মনে করবে, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা! এতো অপরিচ্ছন্ন! মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসছে বায়ুর চরকায় চড়ে। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এমন হয়! না, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যাবে না। স্মার্ট হতে হবে আমাকে। এমন পাগলের মতো হলে চলবো না । বলুন তো, এই লোকটি কী শিখলো? অধর্ম শিখেছে। ধর্মের শিক্ষা হলো,

'আল্লাহ সুন্দর আর তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন'[৯৬]

ইসলাম ধর্মের নবী বলছেন প্রত্যেক দিন গোসল করতে। না করতে পারলে পারতপক্ষে এক সপ্তাহে জুমার দিন গোসল করতেই হবে। জুমার দিন গোসল আবশ্যক হিসেবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন,

" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ".

'জুমু'আর দিনে প্রত্যেক সাবালকের জন্য গোসল করা ওয়াজিব'।[৯৭]

ইসলাম ধর্মের নবী সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কত কিছু ব্যবহার করতেন! তিনি নিয়মিত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, কেশগুচ্ছ তেল দিয়ে পরিপাটি করে রাখতেন, চোখে সুরমা দিতেন, প্রতিদিন পাঁচ-সাতবার দাঁত পরিষ্কার করতেন। এগুলো হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও রূপরেখা। এ শিক্ষা আমাদের আধুনিক সোসাইটির তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রচার করা যেত! একজন আধুনিক শিক্ষিত তরুণ রাস্তা দিয়ে মধ্যরাতে হাঁটছে। আকাশের চাঁদ মধ্যগগণ থেকে বিভা ছড়াচ্ছে ঘুমন্ত বিশ্ববাসীর প্রতি। আলোর বিকিরণে তার ছায়া ঢের বড়সড় হয়েছে। তরুণটি আচমকা মাইকের শব্দ শুনতে পেল! তার হৃদয়ে একটু ধাক্কা দিল। এতো রাতে কী হচ্ছে সেখানে? কৌতূহলবশত মাইকের শব্দের উৎস খুঁজতে লাগলো। কোত্থেকে আসছে এই গগণবিদারী শব্দ। অনুমান করে সামনে এগোচ্ছে সে। দেখতে পেল বিশাল সামিয়ানা! সারা মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ। লোকে লোকারণ্য। একজন বক্তা এই ভরা মজলিসে 'ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ' জিকির করছে আর উপস্থিত শ্রোতারাও তার সাথে সুর মিলিয়ে জিকির করছে। অনেকে তো পাগলের মতো ঝাঁকড়া চুল নাড়াচ্ছে। কেউ কেউ দৌড় দিয়ে বক্তার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। তরুণটি গভীরভাবে পরিবেশটা অবলোকন করছে। ওমা! মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে কেউ! কেউ কেউ তো অবচেতন মনে বাঁশের খুঁটির ওপর উঠে লাফালাফি করছে। এতো এক পাগলের মেলা এখানে। বিকারগ্রস্ত লোকদের সমাগম। শিক্ষিত তরুণটি ভাবনায় আত্মানিয়োগ করলো। একটা ধর্ম কি এমন হতে পারে? ধর্ম তো এমন হওয়ার কথা নয়। ধর্ম মানুষকে উত্তম বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দিবে, সভ্য সুশৃঙ্খল পরিবেশে উপহার দিবে। তারা এমন উন্মাদের মতো আচরণ করছে কেন? চেঁচামেচি করছে কেন নির্বোধের মতো ? না, এমন হওয়া যাবে না। ধর্ম মানেই হলো ভণ্ডামি, হঠকারিতা। আল্লাহ বলতে কিছু নেই। আল্লাহ যদি থাকতেন তাহলে এমন আচণরের আদেশ দিতে পারতেন না। সব হুজুরদের মনগড়া কাজ। ধর্ম বলতে পৃথিবীতে আদৌ কিছুই নেই। এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে, ধোঁকা দিচ্ছে তাদের এবং নিজের পকেট পূর্তি করছে অজস্র টাকা পয়সা নিয়ে। সরলমনা পাবলিক তাদের প্রবঞ্চনায় প্রলুব্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রিয় ভাই, এই তরুণটির ধারণা এমন হল কেন? কেন সে ইসলাম সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করছে? সঠিক ইসলামের দাওয়াত পেলে এমন হতো? কক্ষনো না। ইসলামী শিক্ষা হলো,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .

'তুমি তোমার রবকে নিজ মনে স্মরণ করো। সবিনয়ে সশঙ্কচিত্তে ও অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। বেখেয়ালিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না'।[৯৮]

ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ খাইবার যুদ্ধ থেকে প্রস্থান করছেন। মনে প্রশান্তি বিরাজ করছে। আল্লাহর অবারিত নেয়ামতের বারি বর্ষিত হয়েছে মুসলমানদের

[৯৬] *সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা ৪খণ্ড ১৬৬*
[৯৭] *সহীহ বুখারী হা : ৮৭৯*
[৯৮] *সূরা আ'রাফ আয়াত : ২০৫*

ওপর। শত্রুদের শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করেছে মুসলিম সেনানীরা। সাহাবীদের মনেও প্রশান্তির হিল্লোল বইছে। উৎফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তারা মহান রবের মহিমা বর্ণনা করছেন একটু জোরেশোরে। তাদের জিকিরের গুঞ্জন রাসূলের কর্ণগোচরে অনুরণিত হলে তিনি তাদের উদ্দেশ করে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ-

'হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী'।[৯৯]

এই তরুণ যুবকটি ইসলামের প্রকৃতরূপ জানতে পারল না ভণ্ড কিছু ধর্মব্যবসায়ীদের কারণে। এরকম হাজার উদাহরণের ঝুড়ি আছে আমাদের নিকট, যা বলে শেষ করার মতো নয়। এই যুবকটি আজ ধর্মব্যবসায়ীদের কারণে সঠিক ইসলাম জানতে পারলো না। যার ফলে সে ইসলাম থেকে বহু দূরে অবস্থান করলো। ইসলামী বিধান কে মনে করছে সেকেলে। বস্তুবাদী মূলনীতি ও শিক্ষাকে মনে করছে মানবতার মুক্তির মূলমন্ত্র। এর দায়ভার কে নেবে? হে ভন্ড হুজুর! পরকালে কী জবাব দিবেন রবের দরবারে? কিছু তরুণ-তরুণী ইসলামবিমুখ হচ্ছে ভুয়া কুসংস্কারকে ইসলামী বিধান মনে করে, আর কিছু হচ্ছে প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে। নিজের মন যা চাচ্ছে তাই করছে। পাঠক কোণ থেকে বলছি। ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করবেন না। ইসলাম আপনার পক্ষের লোক, কল্যাণকামী। সদা চায় আপনার অন্তরে প্রশান্তির ফল্গুধারা বর্ষণ করতে। আপনি বিপদে পড়ুন এটা কখনো আল্লাহ তা'আলা চান না। ইসলামী কিছু বই পড়ুন। অযথা অবহেলায় বেখেয়ালি তো ঢের সময় নষ্ট করেছেন। ইসলামের খাতিরে একটু সময় ব্যয় করুন। গবেষণার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করুন। হৃদয়ের আবদ্ধ দুয়ার একটু উন্মোচন করুন। খুলে দিন বন্ধ বাতায়ন। ইসলামী সমীরণ হৃদয়ের সংকীর্ণ জটলাবাঁধা আস্তরণ মুছে দেবে। ইসলামকে নিয়ে এতো সমালোচনা করছেন! আপনি যে বুলি আওড়াচ্ছেন তা কি 'অরণ্যে রোদন' নাকি যথার্থ, একটু দেখুন। কারো ব্যাপারে সমালোচনা করতে হলে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয়; নচেৎ না জেনে কারো ওপর মিথ্যা বুলি জুড়ে দেওয়া অন্যায় বৈ কিছু নয়। আপনি ইসলামের নবী নিয়ে একটু পর্যালোচনা করুন। তাঁর জীবনী শীর্ষক গ্রন্থ 'আর রাহিকুল মাখতুম' সময় করে পড়ুন। তাঁর জীবনধারা, কর্মপদ্ধতি, সমাজ সংস্কার কীভাবে করেছেন একটু দেখুন। শুধু বস্তুবাদী ভোগবাদীদের ব্যঙ্গাত্মক রসাত্মক কথা শুনে হাসলে চলবে? অন্ধভাবে তাদের পেছনে ছুটলে চলবে? আপনার না বিবেক আছে। এক্ষেত্রে আপনার বিবেক অবরুদ্ধ কেন? আপনি তো বাহ্যিক প্রমাণপঞ্জিতে বিশ্বাসী। আপনাকে ভালোবেসে বলছি। একটু ইসলামের মোড়ানো পৃষ্ঠাগুলো ভাঁজ করুন। ঝরে পড়া ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন। আপনার জ্ঞানের সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ প্রশস্ত করুন ইসলামী জ্ঞানের জ্যোতি দিয়ে। একবার অবগাহন করুন ইসলামী দরিয়ায়। সন্দেহ সংশয় ও বাতিলের আবর্জনা আপনার থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাবে। আসুন না একটু ইসলামের আশপাশে আসি। বদলে যাই, বদলে দেই। ইসলাম আপনাকে বুকে তুলে নেবে। মুছে দেবে আপনার বালিকণা। আপনার অশান্ত বিষণ্ন মনে গেঁথে দেবে শান্তির বাসন্তি হাওয়া। আপনার সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। আপনি সদা পার্থিব পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকুন এটা আমি অন্তর থেকে চাই; কিন্তু ভাই তারপরও একটু সময় বের করে ইসলামকে জানুন। দেখবেন আপনার লেখাপড়া আগের তুলনায় বহুগুণে উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, কিছু একটা তৃপ্তি পাচ্ছেন। আপনি একবার পড়ে দেখুন না! মনে রাখবেন সৃষ্টিকূলকে হৃদয়ের গহীন থেকে ভালবাসলেও ব্যর্থ ও কষ্ট পাওয়ার শঙ্কা আছে; কিন্তু স্রষ্টাকে ভালোবাসলে আপনি সুখী হবেনই ইনশা আল্লাহ। তিনি আপনার হৃদয়কে একপশলা মৃদুঠাণ্ডা রহমত দিয়ে শান্ত করবেন। আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন । আমীন। ◻

[৯৯] *সহীহ বুখারী হা : ২৯৯২*

শুব্বান পাতা

صفحة الشبان

সুদ

ফযীলাতুশ শাইখ, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন ★
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব★

[১ম পর্ব]

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। আল্লাহ ﷻ রাসূল ﷺসহ তার পরিবার, সাহাবাগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহসানের সাথে তার অনুসরণকারীদের ওপর অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন!!

আল্লাহ ﷻ জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। যেমনটি তিনি বলেছেন : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি জ্বিন ও মানুষদেরকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।[১০০]

এই সুমহান হিকমাহ-র দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ ﷻ জ্বিন ও মানুষদেরকে দিয়েছেন বুদ্ধি-বিবেক ও বুঝশক্তি, তাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নাবী-রাসূল, যুগে যুগে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু সতর্ককারী; লক্ষ্য একটাই- যাতে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে; অর্থাৎ, যাতে তারা আল্লাহর ﷻ আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর অনুগত হয়, আল্লাহর আদেশকে সবকিছুর অগ্রে রাখে এবং আল্লাহর হুকুমকে সব হুকুমের ওপর প্রাধান্য দেয়। এটাই ইবাদতের হাকীকত ও ঈমানের দাবি। আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।[১০১]

সুতরাং, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ফয়সালায় কোনো মুমিনের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। বরং এই ইলাহী ফয়সালার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। চাই এ বিধান তার মনমতো হোক বা না হোক। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিধান পছন্দ হলেই কেবল খুশি হওয়া কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা চরম মাত্রার পথভ্রষ্টতার অন্যতম। এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, তারা শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।[১০২]

ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই এই বিরাট মূলনীতির আওতাভুক্ত। অনুরূপভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য,

---

★ *উসতায, উসূলুল ফিকহ, জামিয়া ইসলামীয়া মাদীনা*

★ *অধ্যয়নরত, শারীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা।*

[১০০] *সূরা যারিয়াত আয়াত : ৫৬*

[১০১] *সূরা আহযাব আয়াত : ৩৬*

[১০২] *সূরা ক্বাসাস আয়াত : ৫০*

ইজারা-বন্ধক, ওয়াকফ, হিবা (দান), অসিয়ত, বিবাহ ইত্যাদি পারস্পরিক লেনদেন-ও এ মূলনীতির বাইরে নয়। এসকল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমে ফিরে আসা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ ﷻ আমাদের জন্য এ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে ও রাসূল ﷺ-এর মুখে (হাদীসে) ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম। আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আল্লাহ ﷻ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।[১০৩]

সকল ধরনের ব্যবসা মূলত হালাল, যতক্ষণ না কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসা-প্রক্রিয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায়। যেমন মাজহূল বা অজ্ঞাত জিনিস বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল এসেছে।

পক্ষান্তরে রিবা বা সুদ মূলত হারাম, যদি না এটার কোনো পদ্ধতি হালাল হওয়ার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায়। যেমন দুই উটের বিনিময়ে এক উট ক্রয় হালাল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান। তবে আমরা যদি রিবা শব্দটিকে 'অতিরিক্ত' অর্থে ব্যাখ্যা করি তখন এটা প্রযোজ্য হবে। আর রিবার নির্দিষ্ট তাফসীর অনুযায়ী এর আওতাভুক্ত সবকিছুই হারাম বলে গণ্য হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ-এ সুদ থেকে সতর্ক করতঃ অসংখ্য নস এসেছে। এমনকি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) তার লিখিত ইবতলুত তাহলীল গ্রন্থে বলেছেন : "সুদ থেকে মানুষকে যত পরিমাণে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে অন্য কোনো ক্ষেত্রে এতটা করা হয়নি।"

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, [কুরআন থেকে]

'আল্লাহ ﷻ বলেন :

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

[১০৩] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৭৫*

অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।[১০৪] আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর,

যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।[১০৫]

[হাদীস থেকে]

'সহীহুল বুখারীতে সামুরাহ বিন জুন্দুব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূল ﷺ বলেছেন :

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে

[১০৪] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৭৫*
[১০৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৭৮, ২৭৯*

এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানে লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় তত বারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হল সুদখোর।[১০৬]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত :

لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواءٌ)

সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় এবং সূদের হিসাব রক্ষক বা দলীল লেখককে অভিসম্পাত রাসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন : এরা সবাই সমান।[১০৭]

কোথায় ও কিভাবে সুদ হবে নাবী ﷺ আমাদেরকে এটাও বলে গিয়েছেন।[১০৮] উবাদাহ বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ " .

স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে এবং লবণ লবণের বিনিময়ে সমান সমান সমপরিমাণ ও হাতে হাতে হতে (নগদ) হবে। অবশ্য এই দ্রব্যগুলো যদি একটা অপরটার সাথে বিনিময় হয়। (অর্থাৎ পণ্য এক জাতীয় না হয়) তোমরা যেরূপ ইচ্ছা করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়। [[১০৯]

অনুরূপ সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত (যদি পণ্য এক জাতীয় না হয়...) অংশ ব্যতীত। কিন্তু এতে অতিরিক্ত রয়েছে :

فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

এরপর কেউ যদি বেশি প্রদান করে বা গ্রহণ করে তবে তা সুদে পরিণত হবে গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে সমপর্যায়ভুক্ত হবে।[১১০]

সুতরাং, স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর ও লবণ এই ছয়টি হলো সুদের ক্ষেত্র।

আহলুল ইলমের মাঝে কেউ কেউ সুদের ক্ষেত্রকে এই ছয়টি জিনিসের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাদের দৃষ্টিতে, এগুলো ছাড়া অন্যান্য খাদ্যে সুদ নেই। কিন্তু জমহুর আলেমগণ সুদের ইল্লত বা কারণের দিকে লক্ষ্য করে এ ছয়টির সাথে সম্পর্যায়ভুক্ত আরো কিছু ক্ষেত্র সংযুক্ত করেছেন। যদিও এই ইল্লাত নির্ণয়ে তাদের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

নাবী ﷺ এই শ্রেণীগুলোর মাঝে সুদ সংঘটিত হওয়ার ধরন-প্রকরণ বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, এগুলোর মাঝে দুইভাবে বিনিময় হয়ে থাকে :

১. একই জাতীয় জিনিস বিনিময় করা। যেমন স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ অথবা খেজুরের বিনিময়ে খেজুর। এক্ষেত্রে [হালাল হওয়ার জন্য] দুটি শর্ত রয়েছে :

ক. স্বর্ণের ক্ষেত্রে ওজনে আর খেজুরের ক্ষেত্রে মাপে সমান হওয়া।

খ. বিনিময়টা নগদ হতে হবে। অর্থাৎ, উভয় পক্ষ বৈঠক ত্যাগ করার পূর্বে পণ্য হস্তগত করতে হবে।

কিন্তু যদি স্বর্ণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ বেশি দেওয়া হয় তবে সেটা হারাম ও বাতিল; কেননা এটা রিবা (সুদ)। চাই বৈঠক ত্যাগ করার পূর্বে পণ্য হস্তগত হোক বা না হোক। চাই পণ্যটি ভালো অথবা খারাপের দিক থেকে সমান হোক। চাই দুটির একটি শৈল্পিক দিক থেকে উন্নত মানের হোক; লেনদেনে পরিমাণ বেশি হলে সেটা হারাম হবে। *(চলবে ইনশা আল্লাহ)*

---

[১০৬] *সহীহ বুখারী। ব্যবসা অধ্যায়; পরিচ্ছেদ : সুদ গ্রহীতা, তার সাক্ষ্যদাতা ও তার লেখক। হা : ২০৮৫*

[১০৭] *মুসলিম, অধ্যায় : মুসাক্বাত, পরিচ্ছেদ : সুদখোর ও সুদদাতাকে অভিসম্পাত করা। হা : ১৫৯৮*

[১০৮] *সহীহ মুসলিমে-৩/১২১১*

[১০৯] *মুসলিম, অধ্যায় : মুসাক্বাত, পরিচ্ছেদ : সরফ প্রক্রিয়া ও নগদে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় প্রসঙ্গে। হা : ১৫৮৭*

[১১০] *সহীহ মুসলিম। অধ্যায় : মুসাক্বাত, পরিচ্ছেদ : সরফ প্রক্রিয়া ও নগদে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় প্রসঙ্গে। হা : ১৫৮৪*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহের সংশয় নিরসন

মূল : হুসাইন বিন হাসান বাকের
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান ❋

(৩য় পর্ব)

প্রাপ্তবয়স্কদের বুকের দুধ পান করানো ও এ সম্পর্কে রাফেযীদের চক্রান্ত : প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বুকের দুধ পান করানোর বিষয়টিতে সাহাবী, পরবর্তী আলেমদের মাঝেও ইখতিলাফ ছিল। প্রমাণ ও বুঝের তারতম্যের কারণে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সহজ নয়। এ বিষয়টি বিস্তর। কিন্তু এই জায়গায় মাসআলাটির কোনো দিক প্রাধান্য দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে রাফেযীদের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এখানে এই আলোচনাটি নিয়ে এসেছি। প্রথমে তাদের মত উল্লেখ করব তারপর সংক্ষিপ্তভাবে প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করব।

'আহাদিসু উম্মিল মুমিনীন আয়েশা, গ্রন্থকার বয়স্ক ব্যক্তিকে দুধ পান করানোর মাসআলা ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মতটি নিলে আমাদের বুঝতে সহজ হবে। তিনি ফাতাওয়া তলবকারীদের সম্মুখীন হোন ও কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। হয়তো এ চাপের কারণেই আবু হুযাইফার দাস সালেমের দুধ পান করার হাদীসটি ব্যাখ্যা করেছেন ও সকল নবীপত্নীর বর্ণনার বিপরীত করেছেন। একটি আয়াতের মাধ্যমে পাঁচবার দুধ পান করালে হারাম হওয়ার ফাতওয়া দেন। দশ বার দুধ পান করালে হারাম হওয়ার আয়াতের প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেন, রজম ও বয়স্ক ব্যক্তিকে দুধ পানের ব্যাপারে দশ বারের কথা নাযিল হয়েছে। সেটা আমার খাটের নিচে একটি সহীফায় লেখা ছিল। কিন্তু রাসূল (ﷺ) মৃত্যুবরণ করলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই। গৃহপালিত কোনো পশু এসে তা খেয়ে ফেলে।

❋ *উস্তায, দারুস সুন্নাহ সালাফিয়াহ মাদরাসা, কটারবাবাড়ী, ভারুয়াখালী, ঘোড়াধাপ, জামালপুর।*

এটা ভয়ঙ্কর প্রতারণা। তার পেছনে তাদের অনেক ষড়যন্ত্র রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো :

(১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাজনৈতিক স্বার্থে এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(২) রাজনৈতিক স্বার্থে তার মতকে শক্তিশালী করার জন্যে মিথ্যা বর্ণনা, রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি অসত্য কথা বলার আশ্রয় নিয়েছেন।

(৩) দলীলবিরোধী কথার জন্য অনেক ওজর পেশ করেছেন।

(৪) হাদীসকে মুখস্থ করতে পারতেন না।

এ সকল কিছুই সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তার থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তাদের দাবির খণ্ডন করা হল:

প্রথমত : ফিৎনার পরে তার কথা থেকে বুঝ নেওয়া হয়েছে। ইতঃপূর্বেও সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত : পাঁচবার দুধ পান করালে হারাম হওয়ার হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল "দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়"। অতঃপর তা রহিত হয়ে পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসেবে তিলাওয়াত করা হত।[১১১]

এটা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে সাব্যস্ত আছে। কিন্তু গৃহপালিত পশু প্রবেশের বিষয়টি পরবর্তী আলোচনায় আসবে।

তৃতীয়ত: যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে তার কথা অপ্রণিধানযোগ্য। তিনি এটাকে সালেমের আম হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন। আর কোনো কিছু নির্দিষ্ট হওয়ার

[১১১] *সহীহ মুসলিম হা : ১৪৫২*

জন্য দলীল প্রয়োজন। মুজদাহিদের কাছে কখনো কখনো নির্দিষ্ট হওয়ার মূলভাষ্যটি গোপন থাকে। আর এটা সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে দোষারোপের কোনো অবকাশ নেই। কোনো ব্যক্তি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নির্দিষ্ট মূলভাষ্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন নাই।

চতুর্থত : শুধু আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এককভাবে এ মত পোষণ করেন নাই। বরং সালাফ ও খালাফদের একটি দলও এ মত পোষণ করেছিলেন।

পঞ্চমত : এ মতের প্রবক্তা হওয়ার কারণে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করে থাকে তাদের পরাজয় সুস্পষ্ট হয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মতকেও অনেক আলেম কিছু দিক থেকে নির্বাচিত করেছেন।

আমি বলি, ইলমুল উসূল তথা মূলনীতি শাস্ত্রে একজনের মত প্রাধান্য পায় যদিও অপ্রণিধানযোগ্য মত শত জনও পোষণ করে থাকে।

ষষ্ঠত : এ মতটি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাফেয আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাযমও আল-মুহাল্লা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১১২]

সপ্তমত : গৃহপালিত পশু সহীফা খেয়ে ফেলার অতিরিক্ত বর্ণনাটি ইমাম ইবনে মাজাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক অসংখ্য সিকাহ রাবীর বিরোধী বর্ণনা করেছেন। যেমন মালিক, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ। অতিরিক্ত বর্ণনাটি মুনকার।

হাফেয জাওরাকী এ হাদীসকে বাতিল ও মুনকার অধ্যায়ে তাখরিজ করার পর বলেন, এটা বাতিল হাদীস। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল বলা হয়।[১১৩]

<u>সাহাবীদের মাঝে ঘটিত দ্বন্দ্ব নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান :</u>

আমরা সাহাবীদের মাঝে যে বিবাদ ছিল সে বিষয়টাকে আল্লাহর দিকে ন্যাস্ত করবো। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ব্যাপারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করবো ও সন্তুষ্ট থাকবো। আমি এখানে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কথা নিয়ে এসে ক্ষান্ত হব :

প্রথমত : আবুল মুজাফফর আল-খুজায়ীর কথা। ইবনুল মুস্তাউফা ইরবালী বলেন, আমি ইবনে আবিদ দুনয়া রচিত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বইটি শুনতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, যদি আমরা তা দেখতাম তাহলে বর্ণনা করতাম না।[১১৪]

দ্বিতীয়ত : ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সমকালীন ইমাম ইবনে দাকীক আল-ইদ বলেন, সাহাবীদের বিবাদের যত বর্ণনা এসেছে তার অধিকাংশই বাতিল ও মিথ্যা। সুতরাং এগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে না। তবে যেগুলো সহীহ সনদে বর্ণিত হবে সেগুলোকে উত্তমভাবে ব্যাখ্যা করব, উত্তম পথ অবলম্বন করব। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রশংসা করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে সেটা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। আর সন্দেহের বিষয়গুলো জানা বিষয়গুলোকে বাতিল করে দেয় না।[১১৫]

অনুরূপ কথাই হাবরুল উম্মাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাহাবীদের গালি দিও না। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে এ কথা জেনেও তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১১৬]

উষ্ট্রীর যুদ্ধ :

আলী ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মদীনায় অবস্থান করছিলেন। খারেজীরা আমিরুল মুমিনীন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে অবরোধ করে তাকে হত্যা করেছে। আর নবী পত্নীগণ ফিতনা থেকে পলায়ন করে মক্কার দিকে বের হয়েছিলেন। মদীনাবাসীর অধিকাংশের রায়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খেলাফতের বাইয়াত দেওয়া হয়। তালহা ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কাছে উমরা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি উভয়কে অনুমতি প্রদান করেন। তারা দুজনে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেন।

[১১২] *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৭/৪৬১, আল-মুহাল্লা : ১০/০৮*
[১১৩] *আল-আবাতিল ওয়াল মানাকীর : ২৯৮*
[১১৪] *তারিখে ইরবিল : ১/৪৪*
[১১৫] *ইমাম যারকাশী প্রণীত তাশনিফুল মাসামী' : ৪/৮৪২*
[১১৬] *আল হুজ্জাহ ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ : ২/৩৯৫*

তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ মন্তব্য করেন যে, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।

খারেজীরা উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হারাম মাসে ও হারাম নগরীতে হত্যা করেছে। তখন তিনি হত্যাকারীদের বিচার চাইলেন। মানুষগণ তিনি যা বললেন তার আনুগত্য করল। অতঃপর সবাই চুক্তি করা ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হত্যাকারীদেরকে বের করার জন্য বসরায় গমন করলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও শামে গমন করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বসরায় গেলেন। অতঃপর একটি ঘটনা ঘটলো যাকে উষ্ট্রীর যুদ্ধ হিসেবে নামকরণ করা হয়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উটে আরোহণ করার কারণে একে উষ্ট্রীর যুদ্ধ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।[১১৭]

রাসূলের কোনো সাহাবী লড়াই করার জন্য বের হন নাই। কিন্তু ফিতনাকে দমন করার জন্য বের হয়েছিলেন।

এ সকল কিছুই আল্লাহ তা'আলার হিকমতের কারণে সংঘটিত হয়েছে এবং তার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা স্বরূপ। যেন মানুষ জানতে পারে ফিতনার সময় কী ধরনের আচরণ করতে হবে।

উষ্ট্রীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহ :

প্রথম সন্দেহ : আল্লাহর নিম্নোক্ত আদেশকে খেলাফ করেছেন

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾

আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।[১১৮]

এর প্রত্যুত্তর কয়েকভাবে দেওয়া যায় :

(১) হ্যাঁ, তিনি বের হয়েছিলেন, কিন্তু প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেকে প্রকাশ করেন নাই। যারা বলবে তিনি প্রদর্শন করেছিলন তাদের পক্ষে দলীল লাগবে। আর যদি দলীল দিতে না পারে তাহলে নিছক তার প্রতি মিথ্যারোপ করা হবে।

(২) বাড়িতে অবস্থান করার আদেশ দ্বারা এটা বুঝায় না যে, কোনো কল্যাণ ও প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার স্ত্রীগণকে বলেছেন,

إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

তোমাদেরকে প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হল।[১১৯] সুতরাং মহিলার জন্য আত্মীয়তা রক্ষা, রোগীর শুশ্রূষা ইত্যাদির কারণে বাহিরে বের হওয়া জায়েয রয়েছে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উম্মতের কল্যাণে বের হয়েছিলেন। সেটি হলো ভঙ্গুর সম্পর্কের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া। এ বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ করেছেন।

(৩) যখন তিনি মুজতাহিদ হিসেবে বের হয়েছিলেন তখন মুজতাহিদের অবস্থায় তার ওপর বর্তাবে। বিশেষ করে মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরাম তাকে সমর্থন করেছিলেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুজতাহিদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যখন মুমিনদের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তার সাথে যারা লড়াই করেছে) সাথে লড়াইকারীদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ক্ষমা হওয়া আরো অগ্রগণ্য। কেননা তিনি ইজতিহাদ করে মীমাংসা করে দিতে চেয়েছেন।[১২০]

(৪) শীয়াদের পুস্তকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বাহনে চড়িয়ে মদীনার বাজারে, আনসারদের বাসস্থানে লুণ্ঠিত অধিকার ফেরত পেতে সাহায্য চেয়ে প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে (তাদের মতে)।[১২১] এ ঘটনার কারণে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ব্যাপারে এই অভিযোগ নিয়ে আসে না যে, তিনি বাড়ির বাহিরে বের হয়েছিলেন।

(৫) নিঃসন্দেহে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বের হওয়ার কারণে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

যখন তাঁর উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিনের কথা স্মরণ হত তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন। গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তিকে দোষারোপ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাকে দোষারোপ করবে সে তার প্রতি জুলুম করল। ***(চলবে)***

---

[১১৭] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২৫৭*
[১১৮] *সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৩৩*
[১১৯] *সহীহ বুখারী হা : ৪৭৯৫*
[১২০] *মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৩২০*
[১২১] *মুখতাসার আত-তুহফা আল-ইসনাই আশারিয়া : ২৬৯*

চিন্তার জট

মাযহারুল ইসলাম ❄

(পর্ব -০১)

চিন্তার জট বরাবরই আমাদের জীবন যাত্রার পথকে সঙ্কুচিত করে রেখেছে। যার দরুণ আমাদের শুভ চিন্তার উদয় হয় না। সমাজ বিনির্মাণে একটি আদর্শ রূপ-রেখা দাঁড় করিয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে দূর্বার সাহসের পরিচয় দেয়াটা যেন দুরূহ হয়েছে। ভয়, সংকোচ, উপেক্ষা, চিন্তার দৈণ্য বরাবরই গ্রাস করেছে আমাদের জাগ্রত বিবেকের চারপাশ। ফলে একটা সময়ে জাগ্রত হতে চেয়েও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারণে নিমিষেই আবার নিথর, নিস্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে যায়। চিন্তার এই জড়তা না কাটিয়ে তোলা পর্যন্ত আমাদের না উন্নতি হবে আর্থিক জীবন আর নাই বা কাংখিত ফলাফল পাওয়া যাবে সমাজ জীবনে। আল্লামা আব্দুলাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মূলত বহুমাত্রিক প্রতিভার বিচ্ছুরিত স্বাক্ষর রেখে যে কীর্তি উপহার দিয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সমাজ জীবন ও আর্থিক দৈন্যতা থেকে উত্তরণের পথ ও পন্থার দ্বার উন্মোচন। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইত্যাদি ছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জানান দিয়েছেন আমাদের চিন্তার অসারতা, দৈন্যতা এবং জড়তা কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। মূলত 'চিন্তার জট' প্রবন্ধ উপস্থাপন বহুমাত্রিক সমস্যায় আমাদের বলিষ্ঠ কার্যকরী চিন্তা পরিশীলিতকরণে একটি বিপ্লবী ভূমিকা কাম্য।

১. পাপ ও পাপের শাস্তি অবধারিত। আল্লাহর কাছে সম্মানী ঐ ব্যক্তি যে পাপ করার পর তাঁর কাছে ক্ষমা চায়, পাপ থেকে বাঁচতে চায়, পুনঃবার পাপের জগতে ফিরতে না চায়। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর মানুষ মর্যাদাবান, শ্রেষ্ঠ। এমনকি তাঁদের প্রতিদানও আল্লাহ তা'আলা দ্বিগুণ দান করেন।[১২২] তাই পাপ করলে পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া একজন মুসলিম মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। মনে রাখা ভালো- দুনিয়ায় যদি চোখের পানি দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে না পারেন তাহলে পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার কোনো পথ ও পদ্ধতি থাকবে না। তাই দুনিয়াই হোক পাপমুক্ত ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের আবাসস্থল। কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার পাপের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। এর কমও না, আবার তার বেশিও না। সবার প্রাপ্য তাদের কর্মফলের ওপর নির্ভর করবে। ভালো করলে ভালো ফলাফল ডানহাতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে। আর খারাপ রেজাল্ট করলে বাম হাতে রেজাল্ট পেয়ে শোকে শোকাহত হয়ে মলিন চেহারায় নিজেকে বারবার ধিক্কার জানাবে।[১২৩] কিয়ামতের মাঠে কারো যদি বিন্দু পরিমাণ ঈমানও থাকে তবুও সে এক সময় জান্নাতে যাবে। আর পক্ষান্তরে কেউ যদি ঈমানদার না হয়, পুন্যের পথে না চলে, পুন্যবান লোকের সাথে সখ্যতা গড়ে না তোলে তাহলে তো তার জন্য আফসোসই কাম্য। হাশরের মাঠে প্রত্যেকেই তার পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তার শরীরের ঘামে ডুববে। কারো হাঁটু বরাবর ঘাম হবে। কারো কোমর বরাবর। আর কারো বুক বরাবর ঘাম হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার পাপের ঘামে হাবুডুবু খাবে। এটাই পাপ ও পাপীদের শাস্তি। কী নির্মম, নির্লজ্জ পরিস্থিতি! চিন্তা করুন- হাশরের মাঠ! সেদিন সূর্য এক মাইল বা দু মাইল মাথার ওপরে থাকবে। সূর্যের অসহনীয় তাপদাহে দেহ গলে যাবে। সেদিনটা হবে ৫০ হাজার বছরের অর্ধেকের সমান। পাপীদের জাহান্নামের আগুন জাহান্নামে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ পাপ! পাপ ও পাপের পথ বিসর্জন না দেয়া পর্যন্ত নেই দুনিয়াবী কোনো নিরাপত্তা, স্বস্তি, আরাম, আয়েশ ঠিক তেমনি পরকালেও থাকবে না কোনো নিরাপত্তা, অভয়াশ্রম, অফুরন্ত প্রশান্তির এক অনাবিল আবাসস্থল। লোকমুখে ভালোই শোনা যায়- পাপ কে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়'। ফলে সমাজে অন্যায়, অত্যাচারের তাঁবেদাররা আরো বেশি স্পর্ধা, আশকারা পায়। মিষ্টি কথার চাটুকারদের মোটিভেশনাল লেকচার শুনে এই শ্রেণীর লোকেরা খুশিতে গাল এদিক ওদিক করে। অথচ ইসলামের মানদণ্ড কি বলে 'পাপ কে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়'? লক্ষ্য করুন সেই সোনালী যুগ যেখানে যেনাকারী যেনা করে অনুতপ্ত, ভঙ্গুর হৃদয়ে রাসূলের সামনে আসলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাঁকে ভর্ৎসনা, তিরস্কার করতে উদ্যত হয়। তাঁকে ঘৃণা করে। সাথে সময়ের ব্যবধানে দণ্ডবিধি কায়েম করা হয়। শুধু দু একটা ঘটনা যে এমন নয়, এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলো প্রমাণ করে পাপ কে ঘৃণা করতে হবে সাথে পাপীকে ও। এখানে লক্ষ্যণীয় দিক হলো- পাপীকে ঘৃণা করা মানে তাঁকে সাময়িক তিরস্কার করা যাতে করে তার কৃত

❄ অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

[১২২] সূরা আল-ফুরকান আয়াত : ৭০

[১২৩] সূরা হাক্কাহ আয়াত : ১৯-৩০

অপরাধের কারণে অনুতপ্ত, অনুশোচিত হয়ে তওবা, ইস্তিগফার করে রবের পানে ফিরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- তিন সাহাবীর কথা যারা তাবুকের যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে ছিল সঙ্গত কারণে। পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন এমনকি সাহাবীগণও তাদের বয়কট করেছিল। সময়ের ব্যবধানে আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেন। রাসূলের কথা না বলা, ছাহাবীগণের বয়কট এগুলো ছিল তাঁদের কৃত অপরাধের কারণে অনুশোচিত করার জন্য। পাপকে ঘৃণা করতে হবে, সাথে পাপীকেও ঘৃণা করতে হয় এটাও তার বাস্তব উদাহরণ।

২. আল্লাহর আসমানী গযব নানা ধরনের। পাপের পরিমাণ যত বাড়বে আল্লাহর আযাবের রেশ, গতি, প্রকৃতি, পরিধি এমনকি পরিমাণও বেশি বাড়তে থাকবে। এটাই বাস্তবতা। আল্লাহর আসমানী গযব সময়ের চাহিদায় লক্ষ্যনীয়। কত জাতির উত্থান, পতন হলো ইলাহী গযবের রোষে পড়ে পৃথিবী থেকে নাম নিশানাও নিশ্চিহ্ন হলো। ইলাহী গযবের প্রভাবটা একটু ভিন্নধর্মী। খোদ আল্লাহর রাগের ফল ভোগের শিকার হয় মানবজাতি। এটা তো ইলাহী গযবের কথা গেল। ঠিক তেমনি আমাদের কামাই দুনিয়ার আযাবের সচিত্র কি ভিন্ন?

হাদীসে রাসূল চূড়ান্তভাবেই বলে দিয়েছেন -

خمس بخمس ١) ما نقص قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ٢) وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ٣)وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت (أو إلا ظهر فيهم الطاعون) ٤) ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات و اخذوا بالسنين ٥) ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر.

পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণ হয়ে থাকে - ১) কোনো জাতি চুক্তি ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের ওপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। ২) কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরের বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। ৩) কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে (বিভিন্ন নাম না জানা রোগের আবির্ভাব হবে) ৪) কেউ মাপে ওজনে কম দিলে তাদের জন্য খাদ্য শস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে এবং ৫) কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের ওপর আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১২৪]

[১২৪] *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা : ৭৬৫*

দেখুন তো! আমরা কি ওয়াদা ভঙ্গ করি না? আমরা কি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনকে পরিত্যাগ করছি না? আমরা বিভিন্ন গান-বাজনা আর নায়িকা-গায়িকা দিয়ে অশ্লীলতাকে শহরে, বন্দরে, গ্রামের অলীগলীতে ছড়িয়ে দিচ্ছি না? আমাদের ব্যবসায়ীরা কি মাপে ওজনে কম লেনদেন করছে না? আমাদের সামর্থ্যবানেরা কি লোক দেখানো নামমাত্র দান-সাদকা করছে না?

চিন্তা করুন- যদি এই হয় অবস্থা আমাদের তাহলে আল্লাহর গযব কেনই বা আসবে না! কেনই বা তাপদাহে মাঠঘাট ফেটে চৌচির হবে না! তাই আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করা পর্যন্ত নেই দুনিয়াবী কোনো শান্তি ও নিরাপত্তা, পরকালেও নেই নিরাপত্তা, আরাম, আয়েশ আর শান্তির ফল্গুধারা।

সুরা মুত্বাফফিফীনের সারকথা তো এটাই শিক্ষা দেয়। মাপে ওজনে কম লেনদেন। পরিস্থিতি চরম সংকটে ফেলা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাম্প্রতিক সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। দিনে রাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যেন জন জীবনের চলার গতি রুদ্ধ করছে। এমনকি পবিত্র রমজান মাসে মুনাফাখোর, সিন্ডিকেট সব জিনিসের তুলনামূলক কল্পনাতীত মূল্যবৃদ্ধি করছে। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ সেই পাক হানাদার বাহিনীর যুগের এক লোকমা খেয়েও যে খুশির হাঁসি দিয়েছিল সেই হাঁসির নযীর কি আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের চলমান বাজার দিতে সক্ষম হয়েছে? এমন চিত্র জানান দিচ্ছে - যেন প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে খেয়ানতদার, বিশ্বাসঘাতক। নচেৎ এমন অতৃষ্ঠ গরম, অনাবৃষ্টি, হঠাৎ বন্যা, হঠাৎ ভূমিকম্প, এখানে ওখানে আগুন, প্রবল শিলাবৃষ্টি ছাড়াও কতকিছু শোনা যায়। এগুলো সব প্রমাণ করে আমাদের নিজেদের কৃত অপরাধ না আসমানী আযাব রুখতে পারছে আর নাইবা ঠেকাতে পেরেছে দুনিয়ার গযব। আল্লাহ সহায় হোন, আমীন।

৩. তাহলে সফল কারা হবে হাশরের ময়দানে? রাসূল ﷺ বলেন -

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

'সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দিক ও শহীদের সাথে থাকবে।[১২৫]

অতএব, হে ব্যবসায়ী ভাই! আল্লাহকে ভয় করুন! গুদামজাত করে খাদ্যাভাবে চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন।

[১২৫] *তিরমিযী, সহীহ আত তারগীব হা : ১৭৮২*

হে ধনবান, সামর্থ্যবানেরা! যাকাত শুধু দু চারটা শাড়ি কিংবা লুঙ্গি দেয়ার নাম নয়। নয় সেমাই, চিনি বিলি করে দেয়া। আল্লাহকে ভয় করুন! হক্বদারের হক আদায় না করা পর্যন্ত যতই তসবীহ তাহলীল করেন না কেন জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব, দূরূহ বিষয়।

তাই সময় এসেছে পাপ থেকে বেঁচে থাকার, পাপমুক্ত জীবন গড়ার। কালক্ষেপণ নয়, পাপ ও পাপের নিষিদ্ধ পথ বন্ধ করে আল্লাহর পথে ফিরে আসার এটাই এক মোক্ষম সময়। আল্লাহ বলেন -

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ () ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً () فَادْخُلِي فِي عِبَادِي () وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

'হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।[১২৬]

আরবী কবি বলেন -

يا إبن أدم ولدتك أمك باكيا+ والناس من حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون إذا بكوا+ في يوم موتك ضاحكا مسرورا.

হে আদম সন্তান! তোমার মা যেদিন তোমায় জন্ম দিয়েছে সেদিন তুমি কেঁদেছিলে, আর তোমার পাশে সবাই হেসেছিল অতএব তুমি এমন জীবন করো গঠন যেদিন তুমি হাসবে আর তোমার মৃত্যুতে কাঁদবে গোটা ভূবন।

৪. পুঁজিবাদী (Capitalism) অর্থব্যবস্থা কিংবা সমাজতান্ত্রিক (socialism) অর্থব্যবস্থা মানবরচিত। ফলে এর সংশোধন, পরিবর্তন,পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সময় ও যুগের চাহিদায় লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা হলো ধ্রুপদী (classical)। যাতে শোষন, শাসন, ভোগ, ইত্যাদির কোনো ইনসাফভিত্তিক সুষম বন্টন লক্ষ্য করা যায় না। ধনী, মুনাফাখোররা আরো বেশি ধনবান হয় আর মধ্যবিত্ত, গরীব শ্রেণীর লোকেরা আরো দরিদ্র, নিম্ন শ্রেণীতে থাকতে হয়। অথচ সকল অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি ও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হলো- সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন। এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করেই মূলত প্রচলিত অর্থব্যবস্থার আগমন অথচ সেই অর্থ ব্যবস্থাই 'দুষ্ট, হীন মহলের হাতে বন্দী'। আপনি লক্ষ্য করবেন- মৌলিকভাবে বর্তমান বিশ্বে তিনটি অর্থব্যবস্থা চালু আছে- ১. ইসলামী অর্থব্যবস্থা ২. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ঃ

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার আগমন হয় ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে। ইংল্যান্ডে ১৭৬০-১৮৮০ সালে শিল্প বিপ্লবের বিকাশ হয়। বিকাশ হওয়ার পরও ১৮৮৫ সালের পর এর পরিধি, পরিচয় ব্যপ্তি ঘটে। ফ্রান্স ও জার্মানী ছাড়াও অন্যান্য দেশে ঊনবিংশ শতকের ২য় ভাগে শিল্প বিপ্লব হয়। ফলে পূর্ববর্তী কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে শিল্প বিপ্লবের গণজোয়ারে কলকারখানা নির্মাণ হয়। যার দরুণ যাদের হাতে ধন, টাকা পয়সা ছিল তারা আরো বেশি ধনী হতে থাকে আর গরীবেরা আরো দারিদ্রের সীমায় পৌঁছে। বিভিন্ন স্থাপনা, কল কারখানার উৎপাদিত শিল্প দ্রব্যের মুনাফায় বিশ্ব ফেঁপে ওঠে। এভাবেই পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ফলে এই অর্থব্যবস্থার সীমাহীন ক্ষতির গ্লানি আজ বিশ্বের কোটি কোটি দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীকে টানতে হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে- বিশ্বে ক্ষুধা প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। ৮৫২ মিলিয়ন লোক ক্ষুধার্ত থাকে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইউজও) তথ্য অনুযায়ী- দেশের ৫০ শতাংশ পরিবার বছরে কোনো না কোনো এক সময় খাদ্য সংকটে থাকে। ২৫ শতাংশ পরিবার বছরে নিয়মিত সারা বছর খাদ্য পায় না। ১৫ শতাংশ পরিবার সব সময় পরবর্তী খাদ্য নিয়ে পেরেশানিতে থাকে এবং ৭ শতাংশ মানুষ কখনোই তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারে না'। বিশ্বে প্রায় প্রতিদিন না খেয়ে থাকে ১০০ কোটি মানুষ। অথচ উন্নত বিশ্বে প্রতি বছর খাদ্য অপচয় হয় প্রায় ২২ কোটি টন। তাহলে চিন্তা করুন! প্রচলিত অর্থব্যবস্থা কিভাবে মানুষকে সুখী করতে পারে? যেখানে ধনীরাই সব শোষক, শাসক। তারাই তাদের ধনভাণ্ডার কুক্ষিগত করছে আর গরীব, নিম্ন শ্রেণীকে তাদের পায়ের তলে পিষ্ঠে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। এজন্য অর্থনীতির এই ডিসকোর্স (Discourse) প্রচলিত অর্থব্যবস্থা নয় বরং আপনাকে, আমাকে সর্বোপরি সকলকে সুষ্ঠু সুষম বণ্টন, ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের সম্পদের ন্যায্য হক সঠিকভাবে পাওয়ার একমাত্র গ্যারান্টি হলো- ইসলামী অর্থব্যবস্থা। যেখানে অর্থ ইনকাম ও অর্থ ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন আছে। কেউ সুখের স্বর্গে থাকবে আর কেউ রাস্তায় না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে এর কোনো সুযোগ ইসলামী অর্থব্যবস্থা দেয় না। ..... *চলবে*

[১২৬] *সূরা ফজর আয়াত : ২৭-৩০*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

☞ প্রশ্ন (১) ঃ শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখার বিধান কী? রোজাগুলো রাখা কি ফরজ?

মো : জাকারিয়া, লক্ষীপুর

উত্তর ঃ শাওয়াল মাসের ছয় রোযা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

যে ব্যক্তি রমাযান মাসের সিয়াম পালন করে অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করে, সে পূর্ণ বছরের সিয়ামের সওয়াব লাভ করবে।[১]

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সিয়াম অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। তবে এর বিধান হলো নফল। যদিও প্রথম হিজরীতে ওয়াজিব ছিল। দ্বিতীয় হিজরিতে রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ায় শাওয়ালের সিয়াম নফলে পরিণত হয়।

☞ প্রশ্ন (২) ঃ শাওয়ালের ছয় রোযা কি একাধারে রাখা শর্ত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

আনিসুর রহমান তালুকদার, মুন্সিগঞ্জ

উত্তর ঃ শাওয়ালের সিয়াম একাধারে রাখা শর্ত নয়। তবে হাদীসের ভাষা ثُمَّ أَتْبَعَهُ অর্থাৎ রমাযান মাসের পরপরই এ থেকে কাছাকাছি হওয়া বোঝা যায়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৩) ঃ প্রিয় শাইখ, আলহামদু লিল্লাহ। রমাযানে আল্লাহর অশেষ রহমাতে পূর্ণ রমাযান সিয়াম রাখতে পারছি এবং আল্লাহর ইবাদত খুবই মনোযোগ সহকারে করতে পারছি। আমার প্রশ্ন হলো, রোযার পরে এসব আমল কিভাবে ধারাবাহিক চালিয়ে যেতে পারবো, আর রোযাতে তো শয়তান বন্দি ছিল তখন তো শয়তান মুক্ত হবে। জানিয়ে বাধিত করবেন।

মো : রমজান ভূইয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট

উত্তর ঃ রমাযান মাস যেমন ইবাদতের তেমন প্রশিক্ষণ গ্রহণের। এ রমাযান মাসে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পরবর্তী জীবন ঈমান ও আমলের সাথে পরিচালনা করতে হবে। রমাযান মাসের পরেও শরীয়তসম্মত বিভিন্ন সিয়াম পালন করা যায় এবং রাতের কিয়াম বা সলাতুত তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল সলাত ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানের পথে অটল থাকা। এভাবেই সম্ভব শয়তানের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করা। মনে রাখতে হবে, ইবাদত শুধু রমাযানেই নয় বরং যতদিন জীবিত থাকব ততদিন ইবাদত চলতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

মৃত্যু অবধি তোমার রবের ইবাদত করতে থাক।[২]

☞ প্রশ্ন (৪) ঃ কোনো ব্যক্তি পূর্বে যাকাত আদায় না করে থাকলে কী করণীয়? তার মনেও নেই, ঐ বছরগুলোতে তার কী পরিমাণ সম্পদ ছিল। তার জন্য কি তওবা যথেষ্ট হবে? নাকি কোনো পদ্ধতিতে তার অনাদায়ী যাকাত পরিশোধ করতে হবে?

মঈনুল ইসলাম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর ঃ যাকাত ইসলামের তৃতীয় রোকন। এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা এবং সম্পদ হলে তার যাকাত আদায় করা দু'টিই অপরিহার্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরও কারো ব্যতিক্রম হলে তাকে সম্ভব অনুযায়ী অতীত বছরের হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে এবং বিলম্ব হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৫) ঃ আল্লাহর পথে বা জিহাদে দান করলে ৭০০ গুণ নেকী হয়, আর নফল দান করলে কত নেকী হয়?

সাদ মুহাম্মাদ, বড় মির্জাপুর, খুলনা।

উত্তর : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ

আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের সওয়াব বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত এবং আল্লাহ আরো যত পর্যন্ত ইচ্ছা করেন।[৩] এতে প্রমাণিত হয় যে, নফল দানেও

[১] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৬৪*

[২] *সূরা আল-হিজর আয়াত : ৯৯*

[৩] *সুনান ইবনে মাজাহ হা : ১৬৩৮, সহীহ*

সাতশত গুণ বা আরো বেশি সাওয়াব হতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৬) : অনেকে বলে, টাকা গুণে নেয়া আর গুণে দেয়া সুন্নাত, এ বিষয়ে কোনো হাদীস আছে?

সাদ মুহাম্মাদ। বড় মির্জাপুর, খুলনা।

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পরে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করবে তখন তা ভালোভাবে লিখে রাখ।[৪] এ নির্দেশের উপকারিতা হলো ভালোভাবে লিখে রাখলে পরস্পরে ভুল বুঝাবুঝি হয় না, বিভেদ বিচ্ছিন্নতা ঘটে না। এ আলোকে বলা যায়, কারো সাথে আর্থিক লেনদেন হলে তাও নিশ্চিতভাবে গুণে নেয়া উচিত। যাতে পরে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ওয়াল্লাহু তা'আলা আ'লাম।

☞প্রশ্ন (৭) ঃ কোর্টের মাধ্যমে বিবাহ বৈধ হবে কি ?

গোলাম রাব্বি, বরিশাল

উত্তর ঃ সাধারণত অভিভাবকের সম্মতি না থাকায় পলায়ন করে কোর্টের আশ্রয় নিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একজন মেয়ে মানুষের বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য তার অভিভাবকের সম্মতি আবশ্যক। অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিবাহ হলে তা বৈধ হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

কোনো মেয়ে মানুষ তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার বিবাহ বাতিল, (তিন বার বলেছেন)।[৫] সুতরাং পলায়ন করে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া কোর্টে বিবাহ করলেও তা অবৈধ হবে। আর অভিভাবকের সম্মতিসহ কোর্টে বিবাহ হলে বৈধ হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৮) ঃ আল্লাহ তা'আলা যে আমাদের রিযিক্ব লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, সেটা কি আমাদের চেষ্টা বা কৃতকর্মের ওপরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, নাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন?

গোলাম রাব্বি

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টি জীবের সৃষ্টির পূর্ব হতেই জানেন তার কর্ম ও রিয্ক ইত্যাদি কেমন হবে। সে আলোকে আল্লাহ তা'আলা তাকদীর বা ভাগ্য লিখে রেখেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৯) : প্রশ্নঃ একদিন স্বামীর সাথে ঝগড়ার একপর্যায়ে প্রচণ্ড রাগের বশবর্তী হয়ে কুরআন হাতে নিয়ে বলি, এই কুরআন ছুয়ে বলছি জীবনে কোনদিন তোমার টাকায় হাত দিব না, তোমার টাকা দিয়ে কিছু করবো না, যত টাকা নিয়েছি সব ফেরৎ দিয়ে দিব। পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারি, আমার এমন কাজ করা ঠিক হইনি। এখন আমার করণীয় কী?

মোছাঃ মারুফা খাতুন, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : প্রথমত এমন আচরণ কখনই উচিত হয়নি। দ্বিতীয় আপনি সঠিকটা বুঝতে পেরেছেন অতএব সঠিকটা মেনে নিবেন এবং কসম ভঙ্গের কারণে কাফ্ফারা প্রদান করবেন। কাফ্ফারা হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾

কসমের কাফ্ফারা হলো দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, অথবা কাপড় পরানো, অথবা কৃতদাস আযাদ করা। আর যার পক্ষে এটা সম্ভব হবে না সে তিন দিন রোযা রাখবে।[৬]

☞ প্রশ্ন (১০) ঃ সহীহ বুখারীর ৬৪৭২ নাম্বার হাদিসে বলা হয়েছে, ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয়া যাবে না। কিন্তু আমরা জানি ঝাড়ফুঁক জায়েয। বিষয়টি সবিস্তারে জানতে চাই?

মো: আতিকুর রহমান, কিসমাত সেচাকান্দি পীরগাছা

উত্তর ঃ সহীহুল বুখারীর ৬৮৭২ নং হাদীসে বলা হয়েছে, সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা কারো কাছে ঝাড়ফুঁকের আবেদন করবে না, কোনো কুলক্ষণে বিশ্বাসী হবে না এবং তাদের রবের ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করবে। এ হাদীসে মূলত সরাসরি ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, যারা এ মহান মর্যাদা লাভ করতে চাইবে তারা কারো কাছে ঝাড়ফুঁকের জন্য দারস্থ হবে না। সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। তবে নিজে নিজে শরীয়ত সম্মতভাবে ঝাড়ফুঁকে কোনো সমস্যা

[৪] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৮২*
[৫] *সুনান আবূ দাউদ হা : ২০৮৫*
[৬] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ৮৯*